

তৃতীয় অধ্যায়

গজেন্দ্রের স্তব

এই অধ্যায়ে গজেন্দ্রের স্তবের বর্ণনা করা হয়েছে। গজেন্দ্র তার পূর্বজন্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক একজন মানুষ ছিল এবং সে ভগবানের একটি স্তব শিখেছিল। ভাগ্যক্রমে গজেন্দ্র সেই স্তবটি স্মরণ করেছিল এবং মনে মনে তা জপ করতে শুরু করেছিল। প্রথমে সে ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেছিল, এবং কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে, সুন্দরভাবে সেই স্তব আবৃত্তি করতে তার অক্ষমতা ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই মন্ত্র জপ করার প্রয়াস সে করেছে এবং তার মনের কথা ব্যক্ত করে বলেছে—“ভগবান সর্ব কারণের পরম কারণ আদি পুরুষ, যাঁর থেকে সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে। যদিও তিনি এই জগতের মূল কারণ, এবং সমগ্র বিশ্ব তাঁর উপরে আশ্রিত, তবুও তিনি জড়াতীত চিন্ময়, কারণ এই জড় জগৎ সম্পর্কিত তাঁর সমস্ত কার্য তিনি বহিরঙ্গা প্রকৃতির মাধ্যমে করেন। তিনি চিৎ-জগতে—বৈকুণ্ঠ বা গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান, এবং সেখানে তিনি তাঁর নিত্য লীলাবিলাস করেন। এই জড় জগৎ তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি বা জড়া প্রকৃতিজাত এবং এই বহিরঙ্গা প্রকৃতি তাঁরই নির্দেশনায় কার্য করে। এইভাবে সৃষ্টি, পালন এবং সংহার-কার্য সম্পাদিত হয়। ভগবান সর্বকালেই বিদ্যমান, অর্থাৎ নিত্য। অভক্তদের পক্ষে তাঁকে জানা অত্যন্ত কঠিন। যদিও সকলেই ভগবানকে অনুভব করতে পারে, তবুও তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরাই কেবল তাঁর উপস্থিতি এবং কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করতে পারেন। ভগবান জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির জড় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। বস্তুতপক্ষে এই জড় জগতে কেউ যদি তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তা হলে তিনিও চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন। ভক্তের আনন্দ বিধানের জন্য (পরিত্রাণায় সাধুনাম্) ভগবান আবির্ভূত হন এবং তাঁর দীলা প্রদর্শন করেন। তাঁর আবির্ভাব, তিরোভাব এবং অন্যান্য লীলা মোটেই জড় নয়। যিনি এই রহস্য অবগত, তিনি ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে পারেন। ভগবানের মধ্যে সমস্ত বিরুদ্ধ ভাবের সামঞ্জস্য হয়। ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। তিনি সব কিছুর নিয়ন্তা, সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী এবং তিনিই সমস্ত জীবের আদি উৎস। বস্তুতপক্ষে, সমস্ত জীব তাঁর বিভিন্ন অংশ, কারণ তিনি এই জড় জগতে সমস্ত জীবের উৎস মহাবিশ্বের আদি কারণ।

ভগবান আমাদের ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ দর্শন করতে পারেন, এবং সেই ইন্দ্রিয়গুলি তাঁরই কৃপায় কার্য করতে পারে ও তার ফল ভোগ করতে পারে। যদিও তিনি সব কিছুর আদি উৎস, তবুও তিনি নির্লিপ্ত। এইভাবে তিনি স্বর্ণখণির মতো, যা সমস্ত স্বর্ণ অলঙ্কারের উৎস হলেও সেই সমস্ত অলঙ্কার থেকে ভিন্ন। ভগবান পঞ্চরাত্র বিধির দ্বারা পূজিত হন। তিনি আমাদের জ্ঞানের উৎস, এবং তিনি আমাদের মুক্তি প্রদান করতে পারেন। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ভক্তের উপদেশ অনুসারে, বিশেষ করে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ অনুসারে তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করা। যদিও আমাদের ক্ষেত্রে সত্বগুণ প্রচ্ছন্ন, তবুও সাধু এবং গুরুর উপদেশ অনুসরণ করার ফলে আমরা জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি।

“অজ্ঞানীরা তাঁর বিশ্বরূপের পূজা করে, জ্ঞানীরা তাঁর নির্বিশেষ রূপের পূজা করে, যোগীরা তাঁর পরমাত্মা রূপের পূজা করে, কিন্তু ভক্তেরাই কেবল তাঁর সবিশেষ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। সেই ভগবানই ভগবদ্গীতার উপদেশের মাধ্যমে বদ্ধ জীবের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করতে সমর্থ। তিনি চিন্ময় গুণের সমুদ্র, এবং দেহাত্মবুদ্ধি রহিত মুক্ত পুরুষেরাই তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি বদ্ধ জীবকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে ভগবদ্ধামে তাঁর পার্শ্বদত্ত প্রদান করতে পারেন। কিন্তু তা হলেও শুদ্ধ ভক্ত ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার অভিলাষ করেন না। তিনি কেবল এই জড় জগতে তাঁর সেবা সম্পাদন করেই সন্তুষ্ট থাকেন। শুদ্ধ ভক্ত কখনই ভগবানের কাছে কিছু চান না। তাঁর একমাত্র প্রার্থনা তিনি যেন জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারেন।”

এইভাবে গজেন্দ্র ভগবানকে কোন দেবতা বলে ভুল না করে ভগবানের প্রার্থনা করেছিল। কোন দেবতাই তাকে দেখতে আসেননি, এমন কি ব্রহ্মা অথবা শিবও নয়। গরুড়াসীন নারায়ণ স্বয়ং তার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গজেন্দ্র তখন তার শুঁড় তুলে ভগবানকে তার প্রণতি নিবেদন করেছিল, এবং ভগবান তাকে কুমির সহ জল থেকে তুলে, তাঁর চক্রের দ্বারা কুমিরটিকে সংহার করে গজেন্দ্রকে উদ্ধার করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরূবাচ

এবং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা সমাখ্যায় মনো হৃদি ।

জজাপ পরমং জাপ্যং প্রাগ্জন্মন্যানুশিক্ষিতম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; এবম্—এইভাবে; ব্যবসিতঃ—স্থির; বুদ্ধ্যা—বুদ্ধির দ্বারা; সমাধায়—একাগ্র করার জন্য; মনঃ—মনকে; হৃদি—চেতনায় বা হৃদয়ে; জজাপ—জপ করেছিল; পরমম্—একটি পরম; জাপ্যম্—মহান ভক্তদের কাছ থেকে যে মন্ত্র সে শিখেছিল; প্রাক্-জন্মনি—তার পূর্বজন্মে; অনুশিক্ষিতম্—অনুশীলন করেছিল।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—তারপর, গজেন্দ্র তার মনকে পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা সহকারে হৃদয়ে স্থির করে, তার পূর্বজন্মে ইন্দ্রদ্যুম্নরূপে যে মন্ত্র শিখেছিল, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় যা তার স্মরণ হয়েছিল, তা জপ করেছিল।

তাৎপর্য

এই প্রকার স্মরণ ভগবদ্গীতায় (৬/৪৩-৪৪) বর্ণিত হয়েছে—

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ ।

যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হাবশোহপি সঃ ।

এই শ্লোক দুটিতে আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তির যদি পদস্থলনও হয়, তবুও তিনি অধঃপতিত হন না। তিনি পুনরায় সেই পদে অধিষ্ঠিত হন, যাতে তিনি যথাসময়ে ভগবানকে স্মরণ করতে পারেন। পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, গজেন্দ্র তাঁর পূর্বজন্মে ছিলেন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন, এবং কোন কারণে তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি গজেন্দ্র হয়েছিলেন। এখন, বিপদগ্রস্ত হয়ে মনুষ্যেতর শরীরে থাকলেও, তিনি পূর্বজন্মে যে স্তোত্রটি জপ করতেন তা স্মরণ করেছিলেন। যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন। শ্রীকৃষ্ণ জীবকে সেই সুযোগ দেন, যাতে সে তাঁকে পুনরায় স্মরণ করে সিদ্ধিলাভ করতে পারে। তা এখানে প্রমাণিত হয়েছে। যদিও হাতিদের রাজা গজেন্দ্র বিপদগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু সে তার পূর্বজন্মের ভগবদ্ভক্তির কথা স্মরণ করার সুযোগ পেয়েছিল, যাতে ভগবান কর্তৃক অচিরেই উদ্ধার লাভ করতে পারে।

অতএব কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনে কোন না কোন মন্ত্র জপ করতে হয়। নিশ্চিতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হয়, কারণ এটি হচ্ছে মহামন্ত্র। মানুষের কর্তব্য ব্রহ্মসংহিতা থেকে চিত্তামণিপ্রকরসদ্বাসু অথবা নৃসিংহ স্তোত্র (ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ) কীর্তন করার অভ্যাস

করা। প্রত্যেক ভক্তেরই কোন না কোন মন্ত্র কীর্তন করার অভ্যাস করা উচিত, যার ফলে সে এই জন্মে আধ্যাত্মিক চেতনায় পূর্ণসিদ্ধি লাভ করতে না পারলেও, পরবর্তী জন্মে যেন সেই কৃষ্ণভাবনার অমৃত ভূলে না যায়, এমন কি সে যদি একটি পশুর শরীরও প্রাপ্ত হয়। অবশ্য ভক্তের কর্তব্য এই জন্মেই কৃষ্ণভাবনায় সিদ্ধিলাভ করার চেষ্টা করা, কারণ শ্রীকৃষ্ণকে জানার দ্বারা এবং তাঁর উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করার দ্বারা, এই দেহ ত্যাগ করার পর ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। যদি কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করার সময় কোন রকম পদস্থলন হয়েও যায়, তা হলেও সেই কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন ব্যর্থ হয় না। যেমন, অজামিল তার কৈশোর কালে তার পিতার নির্দেশে নারায়ণের নাম জপ করা অভ্যাস করেছিল, কিন্তু যৌবনে তার অধঃপতন হয় এবং সে একজন মদ্যপ, লম্পট, দুর্বৃত্ত ও চোরে পরিণত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নারায়ণের নাম জপ করার ফলে, নারায়ণ নামক তার পুত্রকে ডাকার ফলে, মহাপাপী হওয়া সত্ত্বেও তার ভগবদ্মৃতির উদয় হয়েছিল। তাই, আমাদের কোন পরিস্থিতিতেই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এই মহামন্ত্র আমাদের মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করতে সাহায্য করবে, যা গজেন্দ্রের জীবনে আমরা দেখতে পাই।

শ্লোক ২

শ্রীগজেন্দ্র উবাচ

ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ যত এতচ্চিদাত্মকম্ ।

পুরুষায়াদিবীজায় পরেশায়াভিস্থীমহি ॥ ২ ॥

শ্রী-গজেন্দ্রঃ উবাচ—গজেন্দ্র বলল; ওঁ—হে ভগবান; নমঃ—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; ভগবতে—পরমেশ্বর ভগবানকে; তস্মৈ—তাঁকে; যতঃ—যাঁর থেকে; এতৎ—এই দেহ এবং জড় জগৎ; চিদাত্মকম্—চেতনার (আত্মার) ফলে গতিশীল; পুরুষায়—পরম পুরুষের; আদি-বীজায়—যিনি সব কিছুর উৎস বা মূল কারণ; পর-ঈশায়—যিনি পরম, চিন্ময় এবং ব্রহ্মা, শিব আদি মহা-পুরুষদেরও পূজ্য; অভিস্থীমহি—আমি তাঁর ধ্যান করি।

অনুবাদ

গজেন্দ্র বলল—আমি পরম পুরুষ বাসুদেবকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়)। তাঁরই কারণে আত্মার উপস্থিতির ফলে এই

জড় শরীর কর্ম করে, এবং তাই তিনি সকলের মূল কারণ। তিনি ব্রহ্মা, শিব আদি মহাপুরুষদেরও পূজনীয় এবং তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেছেন। আমি তাঁর ধ্যান করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে এতচ্চিদাত্মকম্ পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জড়শরীর অবশ্যই জড় উপাদানের দ্বারা রচিত, কিন্তু যখন কৃষ্ণভাবনামৃতে উন্মেষ হয়, তখন মানুষ বুঝতে পারে যে, দেহটি জড় নয়, চিন্ময়। জড় দেহের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা, কিন্তু চিন্ময় দেহ ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকে। তাই, যে ভগবদ্ভক্ত সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন এবং নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করেন, তাঁকে কখনই জড় দেহ সম্বন্ধিত বলে মনে করা উচিত নয়। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, গুরুষু নরমতিঃ—শ্রীগুরুদেবকে কখনই একজন জড় দেহ সম্বন্ধিত সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ—সকলেই জানে, মন্দিরের বিগ্রহ পাথরের, কিন্তু বিগ্রহকে পাথর বলে মনে করা অপরাধ। তেমনি, গুরুদেবের দেহ জড় উপাদান দিয়ে তৈরি বলে মনে করাও অপরাধ। নাস্তিকেরা মনে করে, ভক্তেরা মূর্ত্যবশত একটি পাথরের মূর্তিকে ভগবান বলে পূজা করে এবং একজন সাধারণ মানুষকে গুরু বলে পূজা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে তথাকথিত পাথরের মূর্তি সাক্ষাৎ ভগবানে পরিণত হয় এবং শ্রীগুরুদেবের শরীর চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। অনন্য ভক্তিপরায়ণ শুদ্ধ ভক্ত চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত বলে বোঝা উচিত (স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে)। তাই আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর কৃপায় তথাকথিত জড় বস্তুও তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

ওঁকার প্রণব শব্দব্রহ্মরূপে ভগবানের প্রতিনিধি। ওঁ তৎসদिति নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ—ওঁ তৎ সৎ, এই তিনটি শব্দ উচ্চারণ মাত্রই ভগবানকে আহ্বান করে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে তিনি হচ্ছেন ওঁকার (প্রণবঃ সর্ববেদেষু)। ওঁকারের দ্বারা ভগবানকে সূচিত করে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ শুরু হয়। যেমন, শ্রীমদ্ভাগবত শুরু হয়েছে ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় শব্দগুলির দ্বারা। ভগবান বাসুদেব এবং ওঁকার (প্রণব) এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমাদের খুব ভালভাবে বোঝা উচিত যে, ওঁকার কোন নিরাকারকে সূচিত করে না। ভগবান একজন ব্যক্তি—পরম পুরুষ। অতএব এই ওঁকার সেই পরমপুরুষকে

সূচিত করে। মায়াবাদীরা যে মনে করে ওঁকার শব্দে নির্বিশেষ ব্রহ্মকে বোঝায়, তা ভুল। এখানে পুরুষায় শব্দটির দ্বারা তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ওঁকারের দ্বারা সম্বোধিত পরম সত্য পুরুষ, তিনি নির্বিশেষ নন। যদি তিনি পুরুষ না হতেন, তা হলে কিভাবে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের মহান নিয়ন্তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন? ভগবান বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিব ব্রহ্মাণ্ডের তিনজন পরম নিয়ন্তা, কিন্তু শিব এবং ব্রহ্মাও ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে প্রণতি নিবেদন করেন। তাই এই শ্লোকে পরেশায় শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে ভগবান মহান দেবতাদের দ্বারাও পূজিত হন। পরেশায় শব্দটির অর্থ পরমেশ্বর। ব্রহ্মা এবং শিব হচ্ছেন ঈশ্বর—মহান নিয়ন্তা, কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরমেশ্বর—পরম নিয়ন্তা।

শ্লোক ৩

যস্মিন্দিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্ ।

যোহস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ৩ ॥

যস্মিন্—যেই অধিষ্ঠানে; ইদম্—এই ব্রহ্মাণ্ড আশ্রিত; যতঃ—যে উপাদান থেকে; চ—এবং; ইদম্—এই জগৎ প্রকাশিত হয়েছে; যেন—যাঁর দ্বারা; ইদম্—এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে এবং পালন হচ্ছে; যঃ—যিনি; ইদম্—এই জড় জগৎ; স্বয়ম্—তিনি স্বয়ং; যঃ—যিনি; অস্মাৎ—এই (জড় জগতের) কার্য থেকে; পরস্মাৎ—কারণ থেকে; চ—এবং; পরঃ—ভিন্ন; তম্—তাকে; প্রপদ্যে—আমি শরণাগত হই; স্বয়ম্ভুবম্—সেই পরম স্বয়ং-সম্পূর্ণকে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম অধিষ্ঠান যাঁকে আশ্রয় করে সব কিছু বিরাজ করে, তিনি সেই উপাদান যা থেকে সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে, এবং তিনি হচ্ছেন পুরুষ যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং এই জগতের একমাত্র কারণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কার্য এবং কারণ থেকে ভিন্ন। আমি সেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হই।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/৪) ভগবান বলেছেন, ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা—
“আমি পরম ঈশ্বর ভগবান এবং আমার শক্তিতেই সব কিছু আশ্রিত, ঠিক যেমন

একটি মাটির পাত্র মাটিতে আশ্রিত।” যে স্থানে মাটির পাত্র আশ্রিত সেটিও মাটি। কিন্তু তা হলেও মাটির পাত্রটি কুমোর তৈরি করেছে, যার দেহটি মাটি থেকে উৎপন্ন। কুমোরের চাকা যা থেকে পাত্রটি তৈরি হয়েছে তাও মাটি, এবং যে উপাদান দিয়ে পাত্রটি তৈরি হয়েছে তাও মাটি। শ্রুতি মন্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে, যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। সব কিছুই আদি কারণ হচ্ছেন ভগবান, এবং সংহারের পর সব কিছুই তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে (প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্)। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণ—সব কিছুর মূল কারণ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

“গোবিন্দ নামে প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। তাঁর দেহ সৎ-চিৎ-আনন্দময়। তিনিই সব কিছুর আদি, কিন্তু তাঁর কোন আদি নেই, কারণ তিনি সর্ব-কারণের পরম কারণ।” (ব্রহ্মসংহিতা ৫/১) ভগবান সব কিছুর পরম কারণ, কিন্তু তাঁর কোন কারণ নেই। সর্বং খলিদং ব্রহ্ম। মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেবুবস্থিতঃ। যদিও তিনি সব কিছু, তবুও তিনি এই জগৎ থেকে ভিন্ন।

শ্লোক ৪

যঃ স্বাত্মনীদং নিজমায়য়ার্পিতং

ক্ৱচিদ্ বিভাতং ক্ৱ চ তৎ তিরোহিতম্ ।

অবিদ্ধদৃক্ সাক্ষ্যভয়ং তদীক্ষতে

স আত্মমূলোহবতু মাং পরাৎপরঃ ॥ ৪ ॥

যঃ—ভগবান যিনি; স্ব-আত্মনি—নিজেতে; ইদম্—এই জগৎ; নিজ-আয়য়া—তাঁর স্বীয় শক্তির দ্বারা; অর্পিতম্—অর্পিত; ক্ৱচিৎ—কখনও কখনও, কল্পের প্রারম্ভে; বিভাতম্—প্রকাশিত হয়; ক্ৱ চ—কখনও, প্রলয়ের সময়; তৎ—সেই (প্রকাশ); তিরোহিতম্—অপ্রকট; অবিদ্ধদৃক্—তিনি সব কিছু দর্শন করেন (এই সমস্ত পরিস্থিতিতে); সাক্ষী—সাক্ষী; উভয়ম্—উভয় (প্রকাশ এবং প্রলয়); তৎ ইক্ষতে—অলুপ্ত দৃষ্টিতে সব কিছু দর্শন করেন; সঃ—সেই ভগবান; আত্ম-মূলঃ—অন্য কোন কারণ না থাকায় স্বয়ংসম্পূর্ণ; অবতু—দয়া করে রক্ষা করুন; মাম্—আমাকে; পরাৎ-পরঃ—তিনি চিন্ময়েরও চিন্ময় অথবা সমস্ত পরতত্ত্বের অতীত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মায়া বিস্তার করে কখনও এই জগৎকে প্রকাশ করেন এবং কখনও অপ্রকট করেন। তিনি সর্ব অবস্থাতেই পরম কারণ এবং পরম কার্য, তিনি দ্রষ্টা এবং সাক্ষী উভয়ই। তাই তিনি সব কিছুই অতীত। সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

ভগবানের বিবিধ শক্তি (পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে)। তাই, যখনই তিনি চান, তখনই তিনি তাঁর কোন এক শক্তি ব্যবহার করেন, এবং তার দ্বারা তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন। পুনরায়, এই জগৎ যখন লীন হয়ে যায়, তখন তা তাঁরই আশ্রয়ে বিরাজ করে। তিনি হচ্ছেন অচ্যুত পরম দ্রষ্টা। সমস্ত পরিস্থিতিতেই তিনি অপরিবর্তনীয় থাকেন। তিনি কেবল সাক্ষী রূপে সমস্ত সৃষ্টি এবং সংহার থেকে পৃথক থাকেন।

শ্লোক ৫

কালেন পঞ্চত্বমিতেষু কৃৎস্নশো

লোকেষু পালেষু চ সর্বহেতুশু ।

তমস্তদাসীদ্ গহনং গভীরং

যন্তস্য পারেহভিবিরাজতে বিভুঃ ॥ ৫ ॥

কালেন—যথাসময়ে (লক্ষ লক্ষ বছর পর); পঞ্চত্বম্—যখন সমস্ত মায়িক বস্তু লয় হয়ে যায়; ইতেষু—সমস্ত বিকার; কৃৎস্নশঃ—এই জড় জগতের সমস্ত বস্তু সহ; লোকেষু—সমস্ত লোক বা যা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে; পালেষু—ব্রহ্মা আদি পালনকর্তা; চ—ও; সর্ব-হেতুশু—অস্তিত্বের সমস্ত কারণ সহ; তমঃ—গভীর অন্ধকার; তদা—তখন; আসীৎ—ছিল; গহনম্—অত্যন্ত ঘন; গভীরম্—অতি গভীর; যঃ—যে ভগবান; তস্য—এই অন্ধকার স্থিতির; পারে—অতীত; অভিবিরাজতে—বিরাজমান বা প্রকাশমান; বিভুঃ—পরমেশ্বর।

অনুবাদ

কালক্রমে যখন সমস্ত গ্রহলোক এবং লোকপালগণ সহ এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্য এবং কারণের বিনাশ হয়, তখন এক গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি বিরাজ করে।

কিন্তু সেই অন্ধকারের উর্ধ্বে রয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান। আমি তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করি।

তাৎপর্য

বৈদিক মন্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবান সব কিছুর উর্ধ্বে। তিনি পরম, তিনি ব্রহ্মা ও শিব আদি দেবতাদেরও উর্ধ্বে পরম পুরুষ। তিনি পরম ঈশ্বর। তাঁর শক্তির প্রভাবে যখন সব কিছু লয় হয়ে যায়, তখন প্রকৃতি ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু ভগবান সূর্যসদৃশ, এবং সেই সম্বন্ধে বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে—আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীর এক অংশ রাত্রির অন্ধকারে থাকলেও সূর্য আকাশের কোথাও না কোথাও সর্বদাই তাঁর জ্যোতি সহ বিরাজ করে। তেমনই, সারা জগৎ লয় হয়ে গেলেও, পরম সূর্য পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই জ্যোতির্ময় রূপে বিরাজ করেন।

শ্লোক ৬

ন যস্য দেবা ঋষয়ঃ পদং বিদু-
জন্তুঃ পুনঃ কোহহঁতি গন্তুমীরিতুম্ ।
যথা নটস্যাকৃতিভির্বিচেষ্টতো
দুরত্যানুক্ৰমণঃ স মাবতু ॥ ৬ ॥

ন—নয়; যস্য—যাঁর; দেবাঃ—দেবতাগণ; ঋষয়ঃ—ঋষিগণ; পদম্—পদ; বিদুঃ—জানতে পারে; জন্তুঃ—পশুর মতো বুদ্ধিহীন জীব; পুনঃ—পুনরায়; কঃ—কে; অহঁতি—সক্ষম; গন্তুম্—জ্ঞানে প্রবেশ করতে; ঈরিতুম্—অথবা শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করতে; যথা—যেমন; নটস্য—শিল্পীর; আকৃতিভিঃ—দেহের আকৃতির দ্বারা; বিচেষ্টতঃ—বিভিন্নভাবে নৃত্যপরায়ণ; দুরত্য—অত্যন্ত কঠিন; অনুক্রমণঃ—তাঁর গতিবিধি; সঃ—সেই ভগবান; মা—আমাকে; অবতু—রক্ষা করুন।

অনুবাদ

আকর্ষণীয় বেশভূষায় আচ্ছাদিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার গতিবিধি সহকারে রঙ্গমঞ্চে নৃত্যপরায়ণ শিল্পীকে যেমন দর্শকেরা চিনতে পারে না, তেমনই, পরম অভিনেতার কার্যকলাপ এবং আকৃতি মহান দেবতা এবং ঋষিরাও বুঝতে পারেন না, সুতরাং নির্বোধ পশুদের আর কি কথা। দেবতা, ঋষি এবং বুদ্ধিহীন জীবেরা কেউই

ভগবানের আকৃতি বুঝতে পারে না এবং তাঁর প্রকৃত স্থিতি শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করতে পারে না। সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

এই রকমই একটি প্রার্থনা কুন্তীদেবীও করেছিলেন। ভগবান অন্তরে এবং বাইরে সর্বত্র বিরাজমান। তিনি হৃদয়েও বিরাজ করেন। সর্বস্যা চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো। ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষ তার হৃদয়েও ভগবানকে খুঁজে পেতে পারে। বহু যোগী রয়েছে যারা ভগবানকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছেন। ধ্যানাবস্থিত তদগতেন মনসা পশ্যাতি যং যোগিনঃ। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহান যোগী, দেবতা, মুনি-ঋষিরা সেই মহান অভিনেতার দৈহিক অবয়ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি এবং তাঁর গতিবিধির কারণও উপলব্ধি করতে পারেনি। তা হলে এই জড় জগতের তথাকথিত দার্শনিকদের মতো সাধারণ মনোধর্মীদের আর কি কথা? তাদের পক্ষে তাঁকে জানা অসম্ভব। তাই আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান যখন কৃপাপূর্বক অবতরণ করেন, তখন তাঁর সেই উপদেশ গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের কেবল শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। তা হলে তাঁদের অবতরণের উদ্দেশ্য আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হবে।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

ত্যাঙ্কা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥

(ভগবদ্গীতা ৪/৯)

ভগবানের কৃপায় মানুষ যখন তাঁকে জানতে পারেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর জড় শরীরে থাকা সত্ত্বেও মুক্ত হন। তখন আর জড় শরীরের কোন কার্য থাকে না, এবং দেহের দ্বারা যে সমস্ত কার্যকলাপ তখন সম্পাদিত হয়, তা সবই কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপ। এইভাবে দেহত্যাগ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

শ্লোক ৭

দিদৃক্ষবো যস্য পদং সুমঙ্গলং

বিমুক্তসঙ্গা মুনয়ঃ সুসাধবঃ ।

চরন্ত্যলোকব্রতমব্রণং বনে

ভূতাত্মভূতাঃ সুহৃদঃ স মে গতিঃ ॥ ৭ ॥

দিদৃক্ষবঃ—যারা (পরমেশ্বর ভগবানকে) দর্শন করার অভিলাষী; যস্য—যাঁর; পদম্—শ্রীপাদপদ্ম; সু-মঙ্গলম্—সর্ব-মঙ্গলময়; বিমুক্ত-সঙ্গাঃ—জড়-জাগতিক প্রভাব থেকে যাঁরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; মুনয়ঃ—মহর্ষিগণ; সু-সাধবঃ—আধ্যাত্মিক চেতনায় যারা অত্যন্ত উন্নত; চরন্তি—অনুশীলন করেন; আলোক-ব্রতম্—ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসের ব্রত; অব্রণম্—ঋটিহীন; বনে—বনে; ভূত-আত্ম-ভূতাঃ—যাঁরা সমস্ত জীবদের প্রতি সমদর্শী; সুহৃদঃ—যাঁরা সকলের বন্ধু; সঃ—সেই পরমেশ্বর ভগবান; মে—আমার; গতিঃ—গন্তব্য।

অনুবাদ

সমদর্শী, সকলের সুহৃদ, সর্বত্যাগী মহর্ষিগণ, যাঁর সর্ব-মঙ্গলময় শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করার বাসনায় বনে ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস ব্রত অনুশীলন করেন, সেই ভগবান আমার গতি হোন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভক্ত বা আধ্যাত্মিক চেতনায় অতি উন্নত ব্যক্তির গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। ভক্ত সকলের প্রতি সমদর্শী—তিনি উচ্চ অথবা নিচ বর্ণের মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না। পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। তাঁরা প্রত্যেকেই ভগবানের অংশ আত্মরূপে দর্শন করেন। এইভাবে তাঁরা ভগবানের অন্বেষণ করার যোগ্য হন। ভগবান যে সকলের সুহৃদ (সুহৃদং সর্বভূতানাম), সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করে, তাঁরা ভগবানের হয়ে সকলের প্রতি বন্ধুর মতো আচরণ করেন। তাঁরা এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের অথবা এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির ভেদ দর্শন না করে, সর্বত্রই কৃষ্ণভাবনার অমৃত ভগবদ্গীতার বাণী প্রচার করেন। এইভাবে তাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করার যোগ্য হন। কৃষ্ণভক্তির এই প্রচারকদের বলা হয় পরমহংস। এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে তাঁরা হচ্ছেন বিমুক্তসঙ্গ, অর্থাৎ জড়-জাগতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁদের কোন যোগ নেই। ভগবানকে দর্শন করার জন্য এই প্রকার ভক্তের শরণ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৮-৯

ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম বা

ন নামরূপে গুণদোষ এব বা ।

তথাপি লোকাপ্যয়সন্তবায় যঃ

স্বমায়য়া তান্যনুকালমুচ্ছতি ॥ ৮ ॥

তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেহনন্তশক্তয়ে ।

অরূপায়োরূপায় নম আশ্চর্যকর্মণে ॥ ৯ ॥

ন—না; বিদ্যতে—বিদ্যমান; যস্য—যাঁর (ভগবানের); চ—ও; জন্ম—জন্ম; কর্ম—কর্ম; বা—অথবা; ন—না; নাম-রূপে—কোন জড় নাম অথবা জড় রূপ; গুণ—গুণ; দোষঃ—দোষ; এব—নিশ্চিতভাবে; বা—অথবা; তথাপি—তা সত্ত্বেও; লোক—এই জড় জগতের; অপ্যয়—বিনাশ; সম্ভবায়—এবং সৃষ্টি; যঃ—যিনি; স্ব-মায়য়া—তঁার নিজের শক্তির দ্বারা; তানি—কার্যকলাপ; অনুকালম্—নিত্যকাল; ঋচ্ছতি—স্বীকার করেন; তস্মৈ—তাকে; নমঃ—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি; পর—চিন্ময়; ঈশায়—পরম নিয়ন্তা; ব্রহ্মণে—যিনি পরম ব্রহ্ম; অনন্ত-শক্তয়ে—অনন্ত শক্তি সমন্বিত; অরূপায়—তঁার কোন জড় রূপ নেই; উরূ-রূপায়—অবতাররূপে তিনি বিবিধ রূপ গ্রহণ করেন; নমঃ—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি; আশ্চর্য-কর্মণে—যাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক।

অনুবাদ

ভগবানের জড় জন্ম, কর্ম, নাম, রূপ, গুণ অথবা দোষ নেই। যে উদ্দেশ্যে এই জড় জগতে সৃষ্টি এবং বিনাশ হয়, সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আদি নররূপে অবতীর্ণ হন। তাঁর শক্তি অসীম, এবং জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত তাঁর বিবিধ রূপে তিনি অতি আশ্চর্য কর্ম করেন। তাই তিনি পরম ব্রহ্ম, আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে, গুণাংশচ দোষাংশচ মুনে ব্যতীত সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি। ভগবানের কোন জড় রূপ, গুণ, দোষ নেই। তিনি চিন্ময় এবং সমস্ত চিন্ময় গুণের একমাত্র আধার। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৪/৮) ভগবান বলেছেন—
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ভক্তদের পরিত্রাণ এবং অসুরদের সংহার করার যে লীলা ভগবান বিলাস করেন, তা চিন্ময়। ভগবান যাকে সংহার করেন, তিনিও ভগবানের দ্বারা রক্ষিত ভক্তেরই গতি লাভ করেন; তাঁরা উভয়েই চিন্ময় স্তরে উন্নতি লাভ করেন। পার্থক্য কেবল এই যে, ভক্ত সরাসরিভাবে চিৎ-জগতে গিয়ে ভগবানের পার্শ্বদ হন, কিন্তু অসুরেরা ভগবানের নির্বিশেষ জ্যোতি

ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন। কিন্তু তাঁরা উভয়েই চিন্ময় স্তরে উন্নতি লাভ করেন। ভগবানের অসুর সংহার ঠিক এই জড় জগতের হত্যার মতো নয়। যদিও মনে হয় তিনি যেন জড়া প্রকৃতির গুণের বশবর্তী হয়ে কার্য করছেন, তবুও তিনি নিগুণ, জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত। তাঁর নাম জড় নয়; তা হলে হরে কৃষ্ণ, হরে রাম জপ করার ফলে মানুষ কিভাবে মুক্ত হতে পারে? রাম, কৃষ্ণ আদি ভগবানের নাম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র থেকে ভিন্ন নয়। তাই হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করার ফলে নিরন্তর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গ করা যায়, এবং তার ফলে মুক্ত হওয়া যায়। তার একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত হচ্ছেন অজামিল, যিনি কেবল নারায়ণের নাম উচ্চারণ করার ফলে, জড়-জাগতিক কার্যকলাপের অতীত চিন্ময় স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তা যদি অজামিলের ক্ষেত্রে সত্য হয়, তা হলে ভগবানের আর কি কথা? ভগবান যখন এই জড় জগতে আসেন, তখন তিনি জড় হয়ে যান না। সেই কথা সমগ্র ভগবদ্গীতা জুড়ে প্রতিপন্ন হয়েছে (জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্, অবজানন্তি মাং মুঢ়াঃ মানুষীং অনুমান্তিতম্)। তাই, ভগবান শ্রীরাম অথবা শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাদের কল্যাণের জন্য তাঁর চিন্ময় লীলা বিলাস করতে আসেন, তখন তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। ভগবান যখন আসেন, তখন তিনি তাঁর চিন্ময় শক্তির ভিত্তিতে আসেন (সত্ত্বাম্যাত্মমায়য়া)। যেহেতু তিনি জড়া প্রকৃতির দ্বারা বাধ্য হয়ে এখানে আসেন না, তাই তিনি সর্বদাই জড়াতীত। কখনই ভগবানকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। জড় নাম, রূপ দূষিত কিন্তু চিন্ময় নাম এবং চিন্ময় রূপ জড়াতীত।

শ্লোক ১০

নম আত্মপ্রদীপায় সাক্ষিণে পরমাত্মনে ।

নমো গিরাম্ বিদূরায় মনসশ্চেতসামপি ॥ ১০ ॥

নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; আত্ম-প্রদীপায়—যিনি স্বয়ংপ্রকাশ অথবা যিনি জীবকে জ্ঞানের আলোক প্রদান করেন; সাক্ষিণে—যিনি সকলের হৃদয়ে সাক্ষীরূপে বিরাজমান; পরমাত্মনে—পরমাত্মাকে; নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; গিরাম্—বাণীর দ্বারা; বিদূরায়—যাঁর কাছে পৌঁছানো যায় না; মনসঃ—মনের দ্বারা; চেতসাম্—অথবা চেতনার দ্বারা; অপি—ও।

অনুবাদ

যিনি সকলের হৃদয়ে সাক্ষীরূপে বিরাজমান, যিনি জীবকে জ্ঞানের আলোক প্রদান করেন এবং মন, বাণী অথবা চেতনার অনুশীলনের দ্বারা যাঁর কাছে পৌঁছানো যায় না, সেই স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করি ।

তাৎপর্য

মানসিক, দৈহিক অথবা বুদ্ধির প্রয়াসের দ্বারা জীব কখনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল জীব দিব্য জ্ঞান লাভ করতে পারে। তাই ভগবানকে এখানে আত্মপ্রদীপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান সূর্যের মতো সব কিছুকে প্রকাশিত করেন এবং কেউই তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। তাই কেউ যদি ভগবানকে জানতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হয়, তা হলে তাঁকে ভগবানের কাছ থেকে জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হতে হবে, যে কথা ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে। মানসিক, দৈহিক এবং বুদ্ধির শক্তিতে কখনও ভগবানকে জানা যায় না।

শ্লোক ১১

সত্ত্বেন প্রতিলভ্যায় নৈষ্কর্মেণ বিপশ্চিতা ।

নমঃ কৈবল্যনাথায় নির্বাণসুখসংবিদে ॥ ১১ ॥

সত্ত্বেন—শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা; প্রতিলভ্যায়—এই প্রকার ভক্তির দ্বারা যিনি লভ্য, সেই ভগবানকে; নৈষ্কর্মেণ—চিন্ময় কার্যকলাপের দ্বারা; বিপশ্চিতা—যাঁরা যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন; নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; কৈবল্য-নাথায়—চিন্ময় জগতের প্রভুকে; নির্বাণ—সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে যিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; সুখ—সুখ; সংবিদে—যিনি প্রদান করেন।

অনুবাদ

চিন্ময় স্তরে ভক্তিপরায়ণ শুদ্ধ ভক্তেরাই ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি নির্বাণ সুখ প্রদাতা এবং চিন্ময় লোকের প্রভু। তাই আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানকে কেবল ভক্তির দ্বারাই জানা যায়। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। কেউ যদি তত্ত্বত ভগবানকে জানতে চান, তা হলে তাঁকে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এই কার্যকলাপকে বলা হয় সত্ত্ব বা শুদ্ধ সত্ত্ব। জড় জগতে ব্রাহ্মণের লক্ষণযুক্ত সাত্ত্বিক কার্যকলাপ প্রশংসনীয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তির কার্যকলাপ শুদ্ধ সত্ত্ব; অর্থাৎ, তা চিন্ময় স্তরের কার্যকলাপ। এই ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানকে জানা যায়।

ভক্তিকে বলা হয় নৈষ্কর্ম্য। জড়-জাগতিক কার্যকলাপ ত্যাগের ফলে কোন লাভ হয় না। নৈষ্কর্ম্যপ্যচ্যুতভাববর্জিতম্। কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপের অনুষ্ঠান না করে, কেবল জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হলে কোন লাভ হয় না। নৈষ্কর্ম্য লাভের আশায়, এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হওয়ার আশায়, বহু উচ্চ স্তরের সন্ন্যাসী তাঁদের কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়েছেন, তবুও তাঁরা ব্যর্থ হয়ে জড়-জাগতিক স্তরে ফিরে এসে বৈষয়িক কার্যকলাপে যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু মানুষ যদি একবার ভক্তিয়োগের চিন্ময় কার্যকলাপে যুক্ত হন, তা হলে আর তাঁর অধঃপতন হয় না। আমাদের এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই সকলকে সর্বদা চিন্ময় কার্যকলাপে যুক্ত করার চেষ্টা করছে, যার ফলে মানুষ জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে। ভক্তিমার্গের চিন্ময় কার্যকলাপ—শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্—ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করার পথে মানুষকে পরিচালিত করে। তাই, এখানে যে উল্লেখ করা হয়েছে, সত্ত্বেন প্রতিলভ্যায় নৈষ্কর্ম্যেণ বিপশ্চিতা—“ভক্তিয়োগের চিন্ময় স্তরে কর্মরত শুদ্ধ ভক্তেরা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন।”

গোপালতাপনী উপনিষদে (১৫) বলা হয়েছে—ভক্তিরস্যা ভজনং তদিহামুত্রো-পাধিনৈরাস্যো নৈবামুদ্বিগ্ননসঃ কল্পনমেতদ্ এব চ নৈষ্কর্ম্যম্। এটিই নৈষ্কর্ম্য শব্দটির সংজ্ঞা। কেউ যখন এখানে অথবা উচ্চতর লোকে, এই জীবনে অথবা ভবিষ্যৎ জীবনে (ইহ-অমুত্র), জড়সুখ ভোগ করার বাসনা পরিত্যাগ করে কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হন, তাকেই বলা হয় নৈষ্কর্ম্য। অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্। কেউ যখন সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তখন তিনি নৈষ্কর্ম্য স্তরে উন্নীত হন। এই চিন্ময় ভক্তির দ্বারা ভগবানের সেবা সম্পাদিত হয়। সেই ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ১২

নমঃ শান্তায় ঘোরায মূঢ়ায় গুণধর্মিণে ।

নির্বিশেষায় সাম্যায় নমো জ্ঞানঘনায় চ ॥ ১২ ॥

নমঃ—নমস্কার; শান্তায়—সমস্ত জড় গুণের অতীত এবং পূর্ণরূপে শান্ত যিনি তাঁকে, অথবা প্রতিটি জীবের পরমাত্মা বাসুদেবকে; ঘোরায—জামদাগ্ন্য, নৃসিংহদেব আদি ভগবানের ভয়ঙ্কর রূপকে; মূঢ়ায়—বরাহ আদি ভগবানের পশুরূপকে; গুণ-ধর্মিণে—যিনি এই জড় জগতে বিভিন্ন গুণ আশ্রয় করেন; নির্বিশেষায়—যিনি সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় হওয়ার ফলে জড় গুণ রহিত; সাম্যায়—জড় গুণ যেখানে স্তব্ধ হয়ে যায়, বুদ্ধ আদি সেই নির্বাণ রূপকে; নমঃ—আমি নমস্কার করি; জ্ঞান-ঘনায়—জ্ঞান বা নির্বিশেষ ব্রহ্মাকে; চ—ও।

অনুবাদ

সর্বব্যাপ্ত ভগবান বাসুদেবকে, নৃসিংহদেব আদি ভগবানের উগ্র রূপকে, বরাহদেব আদি ভগবানের পশুরূপকে, নির্বিশেষবাদের প্রচারক ভগবান দত্তাত্রেয়কে, ভগবান বুদ্ধদেব এবং অন্যান্য সমস্ত অবতারদের আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যিনি নির্গুণ হওয়া সত্ত্বেও জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণকে আশ্রয় করেন, সেই ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তাঁর নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিকেও আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের কোন জড় রূপ না থাকলেও তিনি তাঁর ভক্তদের কৃপা করার জন্য এবং অসুরদের সংহার করার জন্য অংসখ্য রূপ গ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নদীর তরঙ্গের মতো ভগবানের অসংখ্য অবতার। নদীর তরঙ্গ অবিশ্রান্তভাবে প্রবাহিত হয়, এবং নদীতে যে কত তরঙ্গ রয়েছে তা কেউ গুনে শেষ করতে পারে না। তেমনি স্থান, কাল এবং পরিস্থিতি অনুসারে ভগবানের যে কত অবতারের আবির্ভাব হয় তা কেউ গুনতে পারে না। ভগবান নিরন্তর আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভগবদ্গীতায় (৪/৭) বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য ধ্বনির্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

“হে ভাবত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।” জড় জগতে সর্বদাই কৃষ্ণভক্তি থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তেরা এই নাস্তিকতা প্রতিহত করার জন্য বিভিন্নরূপে কার্য করেন।

ভগবানের জ্ঞান স্বরূপের প্রতি আগ্রহশীল নিরীশ্বরবাদীরাও ভগবানের অঙ্গজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে চায়। তাই এখানে জ্ঞানঘনায় শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের রূপ এবং অস্তিত্বে অবিশ্বাসী নাস্তিকদের জন্য এই বিভিন্ন অবতারেরা আবির্ভূত হন। যেহেতু ভগবান এত রূপে শিক্ষা দিতে আসেন, তাই কেউই বলতে পারে না যে ভগবান নেই। জ্ঞানঘনায় শব্দটি বিশেষ করে তাদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যাদের জ্ঞান মনোধর্মী দার্শনিক বিচারের দ্বারা ভগবানের অন্বেষণ করার ফলে কঠিন হয়ে গেছে। ভগবানকে জানার ব্যাপারে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক, কিন্তু জ্ঞান যখন অত্যন্ত ঘনীভূত এবং গভীর হয়, তখন বাসুদেবকে জানা যায় (বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ)। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর জ্ঞানী এই স্তর প্রাপ্ত হয়। তাই এখানে জ্ঞান-ঘনায় শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান অথচ জীবের সঙ্গে কোন কর্ম করেন না, শান্তায় শব্দটি সেই বাসুদেবকে ইঙ্গিত করে। নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীদের জ্ঞান যখন পূর্ণরূপে পরিপক্ব হয়, তখন তাঁরা বাসুদেবকে উপলব্ধি করেন (বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ)।

শ্লোক ১৩

ক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তভ্যং সর্বাধ্যক্ষায় সাক্ষিণে ।

পুরুষায়াত্মমূলায় মূলপ্রকৃতয়ে নমঃ ॥ ১৩ ॥

ক্ষেত্র-জ্ঞায়—বাহ্য শরীরের সব কিছু যিনি জানেন তাঁকে; নমঃ—আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; তুভ্যাম্—আপনাকে; সর্ব—সব কিছু; অধ্যক্ষায়—অধ্যক্ষকে; সাক্ষিণে—পরমাত্মা বা অন্তর্যামীরূপে যিনি সাক্ষী তাঁকে; পুরুষায়—পরম পুরুষকে; আত্ম-মূলায়—যিনি সব কিছুর মূল উৎস; মূল-প্রকৃতয়ে—প্রকৃতি এবং প্রধানের উৎস পুরুষাবতারকে; নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

হে ভগবান আপনি পরমাত্মা, সর্বাধ্যক্ষ, সমস্ত ঘটনার সাক্ষী, আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি প্রকৃতি এবং প্রধানের উৎস পরম

পুরুষ। আপনি সমস্ত জড় শরীরের অধ্যক্ষ। তাই আপনি পরম পূর্ণ। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৩/৩) ভগবান বলেছেন, ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত—“হে ভারত, আমি সমস্ত শরীররূপী ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ।” আমরা সকলেই মনে করি, “এই শরীরটি আমার স্বরূপ” অথবা “এটি আমার শরীর” কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। পরম ঈশ্বর ভগবান আমাদের এই শরীরগুলি প্রদান করেছেন। জীব যদিও ক্ষেত্রজ্ঞ, তবুও সে তার দেহের একমাত্র মালিক নয়; দেহের প্রকৃত মালিক হচ্ছেন ভগবান, এবং তিনি হচ্ছেন পরম ক্ষেত্রজ্ঞ। যেমন, আমরা একটি বাড়ি ভাড়া করে সেখানে বাস করতে পারি, কিন্তু সেই বাড়িটির প্রকৃত মালিক হচ্ছেন তিনি যিনি সেই বাড়িটি তৈরি করেছেন। তেমনই, আমরা এই জড় জগৎ ভোগ করার জন্য বিশেষ সুযোগরূপে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হই, কিন্তু সেই সমস্ত শরীরের প্রকৃত মালিক হচ্ছেন ভগবান। তাঁকে বলা হয় সর্বাধ্যক্ষ, কারণ তাঁরই অধ্যক্ষতায় এই জড় জগতের সব কিছু কার্য করে। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন, ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্—“হে কৌন্তেয়, আমারই অধ্যক্ষতায় এই জড়া প্রকৃতি সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম জীব উৎপাদন করছে।” প্রকৃতি থেকে জলচর, উদ্ভিদ, বৃক্ষ, কীট-পতঙ্গ, পাখি, পশু, মানুষ, দেবতা আদি বিভিন্ন প্রকার জীবের উৎপত্তি হচ্ছে। প্রকৃতি হচ্ছেন মাতা এবং ভগবান হচ্ছেন পিতা (অহং বীজপ্রদঃ পিতা)।

প্রকৃতি আমাদের জড় শরীর দান করতে পারে, কিন্তু আত্মারূপে আমরা ভগবানের বিভিন্ন অংশ। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (১৫/৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে এই জড় জগতের বস্তু নয়। তাই ভগবানকে এই শ্লোকে আত্মমূল বা সব কিছুর আদি উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সমস্ত অস্তিত্বের বীজ (বীজং মাং সর্বভূতানাম্)। ভগবদ্গীতায় (১৪/৪) ভগবান বলেছেন—

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

“হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যত মূর্তি প্রকাশিত হয় ব্রহ্মরূপ যোনিই তাদের জননী স্বরূপা এবং আমি তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা।” বৃক্ষ, লতা, কীট-পতঙ্গ, জলচর, দেবতা, পশু, পক্ষী এবং অন্য সমস্ত জীবেরা ভগবানের বিভিন্ন

অংশ বা পুত্র, কিন্তু যেহেতু তারা বিভিন্ন মনোভাব নিয়ে এই প্রকৃতিতে সংগ্রাম করছে, তাই তাদের বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রদান করা হয়েছে (মনঃ বর্ষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি)। তার ফলে তারা প্রকৃতির পুত্রে পরিণত হয়েছে, যাদের বীর্যদাতা পিতা হচ্ছেন ভগবান। এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে, এবং জন্ম-মৃত্যুর এই সংসার চক্র থেকে উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে পূর্ণ শরণাগতি। তা এখানে নমঃ শব্দটির দ্বারা সূচিত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে, “আমি আপনার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।”

শ্লোক ১৪

সর্বৈন্দ্রিয়গুণদ্রষ্ট্রে সর্বপ্রত্যয়হেতবে ।

অসতাচ্ছায়য়োক্তায় সদাভাসায় তে নমঃ ॥ ১৪ ॥

সর্ব-ইন্দ্রিয়-গুণ-দ্রষ্ট্রে—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের দ্রষ্টাকে; সর্ব-প্রত্যয়-হেতবে—সমস্ত সংশয়ের সমাধানকে (যাঁর সাহায্য ব্যতীত কোন সমস্যা এবং অক্ষমতার সমাধান করা যায় না); অসতা—অসত্য বা ভ্রমের প্রকাশ সহ; ছায়য়া—সাদৃশ্যের ফলে; উক্তায়—বলা হয়; সৎ—বাস্তবের; আভাসায়—প্রতিবিম্বকে; তে—আপনাকে; নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের দ্রষ্টা। আপনার কৃপা ব্যতীত সন্দেহরূপ সমস্যার সমাধানের কোন সম্ভাবনা নেই। জড় জগৎ আপনার ছায়ার মতো। বস্তুতপক্ষে, আপনার অস্তিত্বের আভাস প্রদান করে বলেই এই জড় জগৎকে সত্য বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের ভাবানুবাদ হচ্ছে—“ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের বিষয় আপনিই দর্শন করেন। আপনার পরিচালনা ব্যতীত জীব এক পদক্ষেপও এগোতে পারে না। ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে, সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মন্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ—আপনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং আপনার থেকেই স্মৃতি ও বিস্মৃতি আসে। ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা—মায়ার বন্ধনে জীব এই জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, কিন্তু আপনি যদি নির্দেশ না দেন

এবং তাদের মনে করিয়ে না দেন, তা হলে তারা ছায়াসদৃশ জীবনের লক্ষ্যের প্রতি অগ্রসর হতে পারে না। বদ্ধ জীব ভ্রান্তিবশত জন্ম-জন্মান্তরে ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের প্রতি অগ্রসর হয়, এবং আপনিই তাদের সেই উদ্দেশ্যের কথা মনে করিয়ে দেন। একটি জীবনে বদ্ধ জীব কোন এক লক্ষ্যের প্রতি অগ্রসর হতে চায়, কিন্তু তার দেহের পরিবর্তনের পর সে সব কিছু ভুলে যায়। তা সত্ত্বেও হে প্রভু, সে যেহেতু এই জগতে কিছু উপভোগ করতে চায়, আপনি তার পরবর্তী জন্মে তাকে সেই কথা মনে করিয়ে দেন। মন্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ। বদ্ধ জীব যেহেতু আপনাকে ভুলে যেতে চায়, আপনার কৃপায় জন্ম-জন্মান্তরে সে সেই সুযোগও প্রাপ্ত হয়, যার ফলে সে বার বার আপনাকে ভুলে যায়। তাই আপনি বদ্ধ জীবের নিত্য নির্দেশক। যেহেতু আপনি সর্ব-কারণের পরম কারণ, তাই সব কিছুই বাস্তব বলে মনে হয়। পরম সত্য হচ্ছেন আপনি। হে ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।”

সর্বপ্রত্যয়হেতবে শব্দটির বিশ্লেষণ করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, কার্যের দ্বারা কারণ অনুমান করা যায়। যেমন, একটি মাটির পাত্র যেহেতু কুমোরের কার্যের ফল, তাই মাটির পাত্রটি দর্শন করে কুমোরের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। তেমনই, এই জড় জগৎ চিৎ-জগতের অনুরূপ এবং যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনুমান করতে পারে তা কিভাবে কার্য করছে। ভগবদ্গীতায় সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। জড় জগতের কার্যকলাপ থেকে প্রতীত হয় যে, তার পিছনে ভগবানের অধ্যক্ষতা রয়েছে।

শ্লোক ১৫

নমো নমন্তেহখিলকারণায়

নিষ্কারণায়াদ্ভুতকারণায় ।

সর্বাগমাত্মায়মহার্ণবায়

নমোহপবর্গায় পরায়ণায় ॥ ১৫ ॥

নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; নমঃ—পুনরায় আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; তে—আপনাকে; অখিল-কারণায়—সব কিছুর পরম কারণকে; নিষ্কারণায়—যিনি কারণ রহিত তাঁকে; অদ্ভুত-কারণায়—যিনি সব কিছুর অদ্ভুত কারণ; সর্ব—সমস্ত; আগম-আত্মায়—সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের পরম্পরার উৎসকে; মহা-অর্ণবায়—জ্ঞানের মহা সমুদ্র বা যে মহা সমুদ্রে জ্ঞানের নদীগুলি মিলিত হয়;

নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; অপবর্গায়—যিনি মুক্তি প্রদান করতে পারেন তাঁকে; পর-অয়ণায়—সমস্ত মহাত্মাদের আশ্রয়।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি সর্ব-কারণের পরম কারণ, কিন্তু আপনার কোন কারণ নেই। তাই আপনি সব কিছুই অদ্ভুত কারণ। আপনি হচ্ছেন পঞ্চরাত্র ও বেদান্ত-সূত্র আদি শাস্ত্রে নিহিত বৈদিক জ্ঞানের আশ্রয়, এবং সেই সমস্ত শাস্ত্র আপনার সাক্ষাৎ স্বরূপ, এবং আপনি পরম্পরার পরম উৎস। যেহেতু আপনিই কেবল মুক্তি প্রদান করতে পারেন, তাই সমস্ত অধ্যাত্মবাদীদের আপনিই একমাত্র আশ্রয়। আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবানকে এখানে অদ্ভুত কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি অদ্ভুত, কারণ তাঁর থেকে অসংখ্য বস্তু উদ্ভূত হলেও (জন্মাদ্যস্য যতঃ) তিনি সর্বদাই পূর্ণ থাকেন (পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে)। জড় জগতে আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে, কারও যদি ব্যাঙ্কে কোটি টাকা থাকে, এবং সে যখন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলে তখন তার টাকার পরিমাণ হ্রাস পায়, এবং অবশেষে তা শূন্যে পরিণত হয়। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান এমনই পূর্ণ যে, তাঁর থেকে অসংখ্য ভগবানের বিস্তার হলেও তিনি সেই পরমেশ্বর ভগবানই থাকেন। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। তাই তিনি হচ্ছেন অদ্ভুত কারণ। গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

“শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দ পরম ঈশ্বর। তাঁর শরীর সৎ চিত্ত এবং আনন্দময়। তিনি সব কিছুই আদি, কিন্তু তাঁর কোন আদি নেই, কারণ তিনি সর্ব-কারণের পরম কারণ।” (ব্রহ্মসংহিতা ৫/১)

এই জড় জগতেও আমরা দেখতে পাই যে, সূর্য যদিও তাঁর সৃষ্টির সময় থেকে কোটি কোটি বছর ধরে তাপ এবং আলোক বিতরণ করছে, তবুও সূর্যের শক্তি অক্ষয় রয়েছে এবং তাঁর কোন পরিবর্তন হয় না। তা হলে পরম কারণ পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আর কি কথা? সব কিছুই নিরন্তর তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়, তবুও তিনি তাঁর আদি সচ্চিদানন্দ স্বরূপেই বিরাজ করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবদ্গীতায় (১০/৮) বলেছেন, মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে—“সব কিছুই আমার থেকে প্রকাশিত হয়।”

সব কিছুই নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণ থেকে প্রকাশিত হয়, তবুও তিনি সেই শ্রীকৃষ্ণই থাকেন এবং তাঁর কোন পরিবর্তন হয় না। তাই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষী সমস্ত অধ্যাত্মবাদীদের তিনিই হচ্ছেন আশ্রয়।

সকলেরই কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করা। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।

তীব্রেন ভক্তিয়োগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

“যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম কামনায়ুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।” (শ্রীমদ্ভাগবত ২/৩/১০) পরং ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান, এবং পরং ধাম অর্থাৎ পরম আশ্রয় হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই কেউ যদি কোন কিছুর বাসনা করে—তা তিনি কর্মী হোন, জ্ঞানী হোন অথবা যোগী হোন—তাঁর কর্তব্য অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ভগবানকে অনুভব করার চেষ্টা করা, তা হলে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে। ভগবান বলেছেন, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্—“জীব যেভাবে আমার শরণাগত হয়, সেই অনুসারে আমি তাকে পুরস্কৃত করি।” কর্মী যদি তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য সব কিছু চায়, তা হলে সে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে তা পেতে পারে। কারণ, সে যা চায়, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাকে তা দেওয়া মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, মানুষের কর্তব্য জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা।

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ। বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জানা উচিত। সেই কথা এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে, সর্বাগম্যান্নায়মহার্ণবায়—সমস্ত বৈদিক জ্ঞানরূপী নদী যাঁর কাছে এসে মেশে, তিনি সেই মহাসাগরের মতো। তাই বুদ্ধিমান অধ্যাত্মবাদীরা সেই পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন (সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ)। সেটিই জীবনের চরম লক্ষ্য।

শ্লোক ১৬

গুণারগিচ্ছন্নচিদুন্মপায়

তৎক্ষোভবিস্মৃর্জিতমানসায় ।

নৈষ্কর্ম্যভাবেন বিবর্জিতাগম-

স্বয়ংপ্রকাশায় নমস্করোমি ॥ ১৬ ॥

গুণ—জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা (সত্ত্ব, রজ এবং তম); অরণি—অরণি কাষ্ঠের দ্বারা; ছন্ন—আচ্ছাদিত; চিৎ—জ্ঞানের; উদ্ভাপায়—যাঁর অগ্নি তাঁকে; তৎ-ক্ষোভ—জড়া প্রকৃতির গুণের বিক্ষোভে; বিস্মৃজিত—বাইরে; মানসায়—যাঁর মন তাঁকে; নৈষ্কর্মা-ভাবে—আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ফলে; বিবর্জিত—যারা ত্যাগ করে তাদের; আগম—বৈদিক তত্ত্ব; স্বয়ম্—স্বয়ং; প্রকাশায়—যিনি প্রকাশিত তাঁকে; নমঃ করোমি—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

হে প্রভু, অগ্নি যেমন অরণি কাষ্ঠে আচ্ছাদিত থাকে, তেমনই আপনি এবং আপনার জ্ঞান জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত। আপনার মন কিন্তু জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপে অভিনিবিষ্ট হয় না। যাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত, তাঁরা বৈদিক বিধি-নিষেধের অধীন নন। যেহেতু এই প্রকার উন্নত আত্মারা জড়াভীত চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, তাই আপনি স্বয়ং তাঁদের শুদ্ধ হৃদয়ে প্রকাশিত হন। অতএব আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/১১) বলা হয়েছে—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

যে ভক্ত তাঁর হৃদয়ে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, ভগবান তাঁকে তাঁর অন্তর থেকে বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করে চিন্ময় জ্ঞানের আলোক প্রদান করেন, যাকে বলা হয় জ্ঞানদীপ। এই জ্ঞানদীপকে অরণি কাষ্ঠে লুঙ্কায়িত অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়। মহর্ষিরা পুরাকালে যজ্ঞ করার সময় অরণি কাষ্ঠ থেকে অগ্নিকে আহ্বান করে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করতেন। তেমনই, সমস্ত জীব জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং জীব যখন ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে গ্রহণ করেন, তখন ভগবান জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করেন। স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ। কেউ যদি ঐকান্তিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তা হলে সেই অন্তর্যামী ভগবান জ্ঞানের দীপ প্রজ্বলিত করে তাঁর সমস্ত অজ্ঞান দূর করেন। তখন ভগবানের বিশেষ কৃপার প্রভাবে তিনি তৎক্ষণাৎ সব কিছু যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, এবং তখন তিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, আপাতদৃষ্টিতে

ভক্তকে অত্যন্ত বিদ্বান বলে মনে না হলেও, তাঁর ভক্তির ফলে ভগবান তাঁর অন্তর থেকে তাঁকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করেন। ভগবান যদি অন্তর থেকে জ্ঞানের আলোক প্রদান করেন, তা হলে তাঁর পক্ষে অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকা কি করে সম্ভব? তাই, মায়াবাদীরা যে বলে ভগবদ্ভক্তির পথ বুদ্ধিহীন অশিক্ষিত মানুষদের জন্য, তা মিথ্যা।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা

সর্বৈ গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৫/১৮/১২)

কেউ যদি ভগবানের অনন্য ভক্ত হন, তা হলে সমস্ত সদৃশ্য তাঁর মধ্যে আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। এই প্রকার ভক্ত বৈদিক বিধি-নিষেধের অতীত। তিনি পরমহংস। বৈদিক বিধি অনুসরণ না করেও, ভগবানের কৃপায় তিনি শুদ্ধ হতে পারেন এবং জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হতে পারেন। তাই ভক্ত বলেন, “হে ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।”

শ্লোক ১৭

মাদৃক্‌প্রপন্নপশুপাশবিমোক্ষণায়

মুক্তায় ভূরিকরুণায় নমোহলয়ায় ।

স্বাংশেন সর্বতনুভূম্ননসি প্রতীত-

প্রত্যগ্‌দৃশে ভগবতে বৃহতে নমস্তে ॥ ১৭ ॥

মাদৃক্—আমার মতো; প্রপন্ন—শরণাগত; পশু—পশু; পাশ—বন্ধন থেকে; বিমোক্ষণায়—যিনি মুক্ত করেন তাঁকে; মুক্তায়—জড়া প্রকৃতির কলুষ যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, সেই ভগবানকে; ভূরি-করুণায়—যিনি অসীম করুণাময়; নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; অলয়ায়—(নিজের উদ্ধারের জন্য) যে কখনও অমনোযোগী বা অলস নয়; স্ব-অংশেন—পরমাত্মারূপে আপনার অংশের দ্বারা; সর্ব—সকলের; তনু-ভূৎ—জড়া প্রকৃতিতে দেহধারী জীব; মনসি—মনে; প্রতীত—যাকে জানা যায়; প্রত্যগ্‌দৃশে—(সমস্ত কার্যকলাপের) প্রত্যক্ষ দ্রষ্টারূপে; ভগবতে—ভগবানকে; বৃহতে—যিনি অসীম; নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; তে—আপনাকে।

অনুবাদ

যেহেতু আমার মতো একটি পশু পরম মুক্ত আপনার শরণাগত হয়েছে, তাই অবশ্যই আপনি আমাকে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করবেন। বস্তুতপক্ষে, অত্যন্ত করুণাময় হওয়ার ফলে, আপনি নিরন্তর আমাকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। পরমাত্মারূপে আপনি সমস্ত দেহধারী জীবের হৃদয়ে বিরাজমান। আপনি প্রত্যক্ষ দিব্য জ্ঞানরূপে বিখ্যাত এবং আপনি অসীম। সেই পরমেশ্বর ভগবান আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বৃহতে নমস্তে পদটির বিশ্লেষণ করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—
বৃহতে শ্রীকৃষ্ণায়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্চেন পরমেশ্বর ভগবান। বহু তত্ত্ব রয়েছে—যেমন বিষ্ণুতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব, কিন্তু সব কিছুর উর্ধ্বে বিষ্ণুতত্ত্ব, যা সর্বব্যাপ্ত। ভগবানের এই সর্বব্যাপ্ত রূপ সম্বন্ধে ভগবান ভগবদ্গীতায় (১০/৪২) বলেছেন—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

“হে অর্জুন, অধিক আর কি বলব, এইমাত্র জেনে রাখ যে, আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে আছি।” এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সমগ্র জড় জগতের পালনকার্য সম্পাদিত হয় তাঁর আংশিক প্রকাশ পরমাত্মার দ্বারা। ভগবান প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন এবং তারপর তিনি নিজেকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে বিস্তার করে সমস্ত জীবের হৃদয়ে, এমন কি প্রতিটি পরমাণুতেও প্রবেশ করেন—অণুান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুতে পূর্ণ, এবং ভগবান কেবল ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরেই নন, পরমাণুর অভ্যন্তরেও বিরাজমান। এইভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণু পরমাত্মারূপে প্রতিটি পরমাণুতে রয়েছেন। কিন্তু সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত। ভগবদ্গীতায় (১০/২) প্রতিপন্ন হয়েছে, অহমাদির্হি দেবানাম্—শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতের সমস্ত দেবতাদের—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরেরও আদি। তাই তাঁকে এখানে ভগবতে বৃহতে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্যেকেই ভগবান—প্রত্যেকেই ঐশ্বর্য সমন্বিত—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্চেন বৃহন্ ভগবান্ অর্থাৎ অনন্ত ঐশ্বর্য সমন্বিত। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ। শ্রীকৃষ্ণ সকলের উৎস। অহং সর্বস্য প্রভবঃ। এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরও শ্রীকৃষ্ণ থেকে উৎপন্ন। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়—শ্রীকৃষ্ণ থেকে পরতর

কেউ নয়। তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, ভগবতে বৃহতে শব্দটির অর্থ ‘শ্রীকৃষ্ণকে’।

জড় জগতে দেহাত্মবুদ্ধির ফলে সকলেই পশু।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে

স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।

যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচ্চজ্

জনেষুভিজ্জেষু স এব গোখরঃ ॥

“যে মানুষ ত্রিধাতু থেকে উৎপন্ন দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, যে তার দেহের উপজাতদের তার আত্মীয় বলে মনে করে, যে তার জন্মস্থানকে পূজনীয় বলে মনে করে এবং যে দিব্যজ্ঞান সমন্বিত মহাত্মাদের সঙ্গে লাভের চেষ্টা না করে কেবল স্নান করার জন্য তীর্থ স্থানে যায়, সে একটি গরু অথবা গাধা।” (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৮৪/১৩) প্রকৃতপক্ষে সকলেই তাই, এক-একটি পশু, এবং সকলেই সংসাররূপী কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কেবল গজেন্দ্রই নয়, সকলেই কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং তার ফলে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে।

শ্রীকৃষ্ণই কেবল আমাদের এই সংসার থেকে উদ্ধার করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি সর্বদাই আমাদের উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন। ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। তিনি আমাদের হৃদয়ে রয়েছেন এবং তিনি মোটেই অমনোযোগী নন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য আমাদের ভবসমুদ্র থেকে উদ্ধার করা। এমন নয় যে যখন আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করি, তখনই কেবল তিনি আমাদের প্রতি যত্নশীল হন। আমাদের প্রার্থনা নিবেদন করার পূর্বেই তিনি নিরন্তর আমাদের উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন। আমাদের উদ্ধার করার ব্যাপারে তিনি কখনই অলস নন। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে, ভূরিকরুণায় নমোহলয়ায়। ভগবানের অহৈতুকী কৃপার ফলে তিনি সর্বদা আমাদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ভগবান মুক্ত, এবং তিনি আমাদের মুক্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি যদিও নিরন্তর চেষ্টা করছেন, তবুও আমরা তাঁর উপদেশ (সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ) গ্রহণ করি না। কিন্তু তা হলেও তিনি কখনও ক্রুদ্ধ হন না। তাই এখানে তাঁকে ভূরিকরুণায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ, জড় জগতের এই দুঃখ-দুর্দশাময় পরিস্থিতি থেকে আমাদের উদ্ধার করে ভগবদ্ধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যিনি অসীম করুণাময়।

শ্লোক ১৮

আত্মাত্মজাপ্তগৃহবিত্তজনেষু সত্কে-
 দুঃপ্রাপণায় গুণসঙ্গবিবর্জিতায় ।
 মুক্তাত্মভিঃ স্বহৃদয়ে পরিভাবিতায়
 জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নমঃ ঈশ্বরায় ॥ ১৮ ॥

আত্ম—মন এবং দেহ; আত্ম-জ—পুত্র এবং কন্যা; আপ্ত—আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব; গৃহ—গৃহ, জাতি, সমাজ এবং রাষ্ট্র; বিত্ত—ধন-সম্পদ; জনেষু—বিবিধ ভূত্য এবং পরিচারক; সত্কেঃ—যারা অত্যন্ত আসক্ত তাদের দ্বারা; দুঃপ্রাপণায়—দুঃপ্রাপ্য; গুণ-সঙ্গ—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা; বিবর্জিতায়—যিনি কলুষিত নন; মুক্ত-আত্মভিঃ—মুক্ত পুরুষদের দ্বারা; স্ব-হৃদয়ে—হৃদয়ের অভ্যন্তরে; পরিভাবিতায়—সর্বদা যাঁর ধ্যান করা হয়, সেই আপনাকে; জ্ঞান-আত্মনে—সমস্ত জ্ঞানের উৎস; ভগবতে—ভগবানকে; নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; ঈশ্বরায়—পরমেশ্বরকে।

অনুবাদ

হে ভগবান, যাঁরা সর্বতোভাবে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত, তাঁরা সর্বদাই তাঁদের অন্তরের অন্তস্তলে আপনার ধ্যান করেন। আমার মতো যারা মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনা, গৃহ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ধন, বিত্ত, পরিচারক আদিতে আসক্ত, তাদের পক্ষে আপনি দুঃপ্রাপ্য। আপনি জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত পরমেশ্বর ভগবান। আপনি সমস্ত জ্ঞানের উৎস পরম ঈশ্বর। আমি তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান যদিও এই জড় জগতে আসেন, তবুও তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেই কথা ঈশোপনিষদে প্রতিপন্ন হয়েছে। অপাপবিদ্ধম্—কোন কলুষ কখনই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। সেই তথ্য এখানেও বর্ণিত হয়েছে। গুণসঙ্গবিবর্জিতায়—ভগবান যদিও এই জড় জগতে অবতরণ করেছেন বলে মনে হয়, তবুও তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভগবদ্গীতায় (৯/১১) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, অবজানন্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্—জ্ঞানহীন মূর্খেরা ভগবানকে অবজ্ঞা করে, কারণ তিনি একজন

সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হন। তাই ভগবানকে কেবল মুক্তাত্মারাই জানতে পারেন। মুক্তাত্মাভিঃ স্ব হৃদয়ে পরিভাবিতায়—মুক্ত পুরুষেরাই কেবল নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেন। তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাত্তরাহ্মনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

“যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদগত চিন্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।” (ভগবদ্গীতা ৬/৪৭)

শ্লোক ১৯

যং ধর্মকামার্থবিমুক্তিকামা

ভজন্ত ইষ্টাং গতিমাপ্নুবন্তি ।

কিং চাশিষো রাত্যপি দেহমব্যয়ং

করোতু মেহদভদয়ো বিমোক্ষণম্ ॥ ১৯ ॥

যম্—যে ভগবানকে; ধর্ম-কাম-অর্থ-বিমুক্তি-কামাঃ—যারা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ কামনা করে; ভজন্তঃ—আরাধনা করার দ্বারা; ইষ্টাম্—লক্ষ্য; গতিম্—গতি; আপ্নুবন্তি—লাভ করতে পারে; কিম্—কি বলার আছে; চ—ও; আশিষঃ—অন্যান্য আশীর্বাদ; রাত্যপি—তিনি প্রদান করেন; অপি—যদিও; দেহম্—দেহ; অব্যয়ম্—চিন্ময়; করোতু—দান করতে পারেন; মে—আমাকে; অদভদয়ঃ—অসীম করুণাময় ভগবান; বিমোক্ষণম্—বর্তমান সঙ্কট এবং জড় জগৎ থেকে মুক্তি।

অনুবাদ

যে ভগবানকে আরাধনা করলে চতুর্বর্গকামী ব্যক্তির তাদের বাসনা অনুসারে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভ করতে পারেন, তা হলে অন্যান্য আশীর্বাদের আর কি কথা? প্রকৃতপক্ষে ভগবান সেই প্রকার উচ্চাভিলাষী উপাসকদের চিন্ময় দেহও প্রদান করেন। সেই অপার করুণাময় ভগবান আমাকে এই বর্তমান সঙ্কট এবং সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আশীর্বাদ প্রদান করুন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে কিছু ব্যক্তি অকামী, অর্থাৎ জড় বাসনা থেকে মুক্ত, কেউ অধিক থেকে অধিকতর জড়-জাগতিক বিষয় লাভ করতে চায়, এবং কেউ আবার ধর্মীয় জীবনে, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে এবং চরমে মুক্তি লাভে সাফল্য বাসনা করে।

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।

তীব্রেন ভক্তিয়োগেন যজ্ঞেত পুরুষং পরম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ২/৩/১০)

শ্রীমদ্ভাগবতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যে স্তরেই থাকুন না কেন তা তিনি জড়-জাগতিক বাসনা রহিত হোন, সমস্ত বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষী হোন অথবা মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন—তঁার কর্তব্য হচ্ছে ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করা, তা হলে তঁার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে। শ্রীকৃষ্ণ এতই করুণাময়। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্—জীব যে বাসনা নিয়ে ভগবানের আরাধনা করে, ভগবান তার সেই বাসনা পূর্ণ করেন। এমন কি সাধারণ জীবেরাও যা চায়, শ্রীকৃষ্ণ তাকে তাই দেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, এবং জীব যা বাসনা করে, তিনি তা পূর্ণ করেন।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারুঢ়ানি মায়ায়া ॥

“হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।” (ভগবদ্গীতা ১৮/৬১) ভগবান সকলকে তার অভিলাষ পূর্ণ করার সুযোগ দেন। এমন কি ধ্রুব মহারাজের মতো ভক্তও তঁার পিতার রাজ্য থেকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য লাভ করার জড় বাসনা করেছিলেন, এবং অপ্রাকৃত শরীর লাভ করা সত্ত্বেও তিনি সেই রাজ্য লাভ করেছিলেন, কারণ যাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেন, ভগবান কখনও তাঁদের নিরাশ করেন না। তাই গজেন্দ্র যেহেতু তার বর্তমান সঙ্কট থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভগবানের শরণাগত হয়েছিল, অর্থাৎ পরোক্ষভাবে তার সংসার জীবনের ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের বাসনা করেছিল, তখন ভগবান কেন তার সেই বাসনা পূর্ণ করবেন না?

শ্লোক ২০-২১

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনর্থং
 বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ ।
 অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
 গায়ন্তু আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥ ২০ ॥
 তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পরেশ-
 অব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্ ।
 অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমিবাতিদূর-
 মনন্তুমাদ্যং পরিপূর্ণমীড়ে ॥ ২১ ॥

একান্তিনঃ—ঐকান্তিক ভক্ত (যার কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য আর কোন বাসনা নেই);
 যস্য—যে ভগবানের; ন—না; কঞ্চন—কোন; অর্থম্—আশীর্বাদ; বাঞ্ছন্তি—বাসনা
 করেন; যে—যে সমস্ত ভক্ত; বৈ—বস্তুতপক্ষে; ভগবৎপ্রপন্নাঃ—সর্বতোভাবে
 ভগবানের শরণাগত; অতি-অদ্ভুতম্—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; তৎ-চরিতম্—ভগবানের
 কার্যকলাপ; সু-মঙ্গলম্—যার শ্রবণ অত্যন্ত মঙ্গলজনক; গায়ন্তুঃ—কীর্তন এবং
 শ্রবণের দ্বারা; আনন্দ—দিব্য আনন্দের; সমুদ্র—সমুদ্রে; মগ্নাঃ—যাঁরা নিমগ্ন; তম্—
 তাঁকে; অক্ষরম্—নিত্য বর্তমান; ব্রহ্ম—ব্রহ্মা; পরম্—পরম; পর-ঈশম্—পরমেশ্বর
 ভগবান; অব্যক্তম্—মন এবং ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত; আধ্যাত্মিক—অপ্রাকৃত;
 যোগ—ভক্তিযোগের দ্বারা; গম্যম্—লভ্য (ভক্ত্যা মামভিজানাতি); অতি-ইন্দ্রিয়ম্—
 জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত; সূক্ষ্মম্—সূক্ষ্ম; ইব—সদৃশ; অতি-দূরম্—অনেক
 দূরে; অনন্তম্—অসীম; আদ্যম্—সব কিছুর আদি কারণকে; পরিপূর্ণম্—সর্বতোভাবে
 পূর্ণ; ঈড়ে—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

ঐকান্তিক ভক্তেরা, যাঁদের ভগবানের সেবা করা ছাড়া আর কোন বাসনা নেই,
 তাঁরা সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়ে তাঁর আরাধনা করেন, এবং সর্বদা তাঁর অতি
 অদ্ভুত ও মঙ্গলময় কার্যকলাপ শ্রবণ ও কীর্তন করেন। এইভাবে তাঁরা সর্বদা
 আনন্দের সমুদ্রে মগ্ন থাকেন। এই প্রকার ভক্তেরা কখনও ভগবানের কাছে কোন
 বর প্রার্থনা করেন না। কিন্তু আমি এখন এক মহা সঙ্কটে পতিত হয়েছি, তাই
 আমি সেই নিত্য, অব্যক্ত, ব্রহ্মা আদি মহাপুরুষদেরও ঈশ্বর এবং কেবল

ভক্তিযোগের দ্বারা লভ্য, সেই ভগবানের প্রার্থনা করি। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তাই তিনি আমাদের ইন্দ্রিয় এবং সমস্ত বাহ্য অনুভূতির অতীত। তিনি অসীম, তিনি আদি কারণ এবং তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মান্যাবৃতম্ ।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরূপমা ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/১/১১)

“মানুষের কর্তব্য অন্য সমস্ত অভিলাষ ত্যাগ করে, সকাম কর্ম অথবা মনোধর্মী জ্ঞানের মাধ্যমে কোন প্রকার জড়-জাগতিক লাভের বাসনা না করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য প্রেমভক্তির অনুকূল হয়ে ভগবানের সেবা করা। তাকে বলা হয় শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি।” অনন্য ভক্ত ভগবানের কাছে কিছু চান না, কিন্তু গজেন্দ্র সেই পরিস্থিতিবশত ভগবানের কাছে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করেছিল, কারণ তার আর উদ্ধারের অন্য কোন উপায় ছিল না। যখন অন্য কোন উপায় থাকে না, তখন শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের করুণার উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল হওয়ার ফলে, ভগবানের কাছে বর প্রার্থনা করেন। কিন্তু সেই বর প্রার্থনা করার সময় তিনি আক্ষেপও করেন। যে ব্যক্তি সর্বদা ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা শ্রবণ এবং কীর্তন করেন, তিনি এমন একটি স্তরে বিরাজ করেন যে, তাঁকে জাগতিক লাভের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয় না। সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ ভক্ত না হলে, সংকীর্তন আন্দোলনের নৃত্য এবং কীর্তনের চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করা যায় না। এই প্রকার আনন্দ কোন সাধারণ ভক্তের পক্ষে সম্ভব নয়। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের দেখিয়েছেন, কিভাবে ভগবৎপ্রেমে শ্রবণ, কীর্তন এবং নৃত্যের মাধ্যমে চিন্ময় আনন্দ আশ্বাদন করা যায়। এটিই ভক্তিযোগ। তাই গজেন্দ্র বলেছেন, আধ্যাত্মিকযোগগম্যম্, অর্থাৎ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত না হলে, ভগবানের সমীপবর্তী হওয়া যায় না। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর ভগবানের সমীপবর্তী হওয়ার আশীর্বাদ লাভ করা যায়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই আশীর্বাদ সকলকে দান করেছেন, এমন কি আধ্যাত্মিক জীবনের সংস্কারবিহীন অধঃপতিতদেরও তিনি তা দান করেছেন। তা বাস্তবিকপক্ষে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে দেখা যাচ্ছে। তাই ভক্তিযোগের পস্থা হচ্ছে সেই নির্মল পস্থা যার দ্বারা ভগবানের কাছে যাওয়া যায়। ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ—ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানের কাছে যাওয়া যায়।

ভগবদ্গীতায় (৭/১) ভগবান বলেছেন—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥

“হে পার্থ (অর্জুন), আমাতে আসক্তচিত্ত হয়ে, আমাতে মনোনিবেশ করে যোগাভ্যাস করলে, কিভাবে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে জানতে পারবে, তা শ্রবণ কর।” কেবল কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতি আসক্ত হওয়ার দ্বারা এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করার দ্বারা, মানুষ পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ২২-২৪

যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা বেদা লোকাশ্চরাচরাঃ ।

নামরূপবিভেদেন ফল্ল্যা চ কলয়া কৃতাঃ ॥ ২২ ॥

যথার্চিমোহগ্নেঃ সবিতুর্গভস্তয়ো

নির্যাস্তি সংযান্ত্যসকৃৎ স্বরোচিষঃ ।

তথা যতোহয়ং গুণসম্প্রবাহো

বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীরসর্গাঃ ॥ ২৩ ॥

স বৈ ন দেবাসুরমর্ত্যতির্যঙ্

ন স্ত্রী ন ষণ্‌টো ন পুমান্ ন জন্তুঃ ।

নায়ং গুণঃ কর্ম ন সন্ন চাসন্

নিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ ॥ ২৪ ॥

যস্য—যে ভগবানের; ব্রহ্ম-আদয়ঃ—ব্রহ্মা আদি মহান দেবতারা; দেবাঃ—এবং অন্যান্য দেবতারা; বেদাঃ—বৈদিক জ্ঞান; লোকাঃ—বিভিন্ন ব্যক্তি; চর-অচরাঃ—স্থাবর এবং জঙ্গম; নাম-রূপ—বিভিন্ন নাম এবং বিভিন্ন রূপের; বিভেদেন—এই প্রকার বিভাগের দ্বারা; ফল্ল্যা—যারা কম গুরুত্বপূর্ণ; চ—ও; কলয়া—অংশের দ্বারা; কৃতাঃ—সৃষ্টি করেছেন; যথা—যেমন; অর্চিষঃ—সুফুলিঙ্গ; অগ্নেঃ—অগ্নির; সবিতুঃ—সূর্য থেকে; গভস্তয়ঃ—কিরণকণা; নির্যাস্তি—নিঃসৃত হয়; সংযাস্তি—এবং প্রবেশ করে; অসকৃৎ—বার বার; স্ব-রোচিষঃ—বিভিন্ন অংশরূপে; তথা—তেমনই;

যতঃ—যে ভগবান থেকে; অয়ম্—এই; গুণ-সম্প্রবাহঃ—প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের নিরন্তর প্রকাশ; বুদ্ধি মনঃ—বুদ্ধি এবং মন; খানি—ইন্দ্রিয়সমূহের; শরীর—(স্থূল এবং সূক্ষ্ম) শরীরের; সর্গাঃ—বিভাগ; সঃ—সেই ভগবান; বৈ—বস্তুতপক্ষে; ন—নয়; দেব—দেবতা; অসুর—অসুর; মর্ত্য—মানুষ; তির্যক্—পশু অথবা পক্ষী; ন—না; স্ত্রী—রমণী; ন—না; ষণ্ডঃ—ক্লীব; ন—না; পুমান্—পুরুষ; ন—না; জন্তুঃ—জীব অথবা জন্তু; ন অয়ম্—তিনি নন; গুণঃ—জড় গুণ; কর্ম—সকাম কর্ম; ন—না; সৎ—প্রকাশ; ন—না; চ—ও; অসৎ—অপ্রকাশ; নিষেধ—নেতি নেতির ভেদভাব; শেষঃ—তিনিই শেষ; জয়তাৎ—তঁার জয় হোক; অশেষঃ—যিনি অসীম।

অনুবাদ

ভগবান তাঁর স্বল্প অংশ দ্বারা জীবতত্ত্বরূপে ব্রহ্মা আদি দেবগণ, এবং বৈদিক জ্ঞানের বিস্তার (সাম, ঋক্, যজুঃ এবং অথর্ব) এবং বিভিন্ন নাম ও গুণ সমন্বিত চরাচর সমস্ত লোক সৃষ্টি করেন। স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নি থেকে নির্গত হয়ে অথবা উজ্জ্বল কিরণ যেমন সূর্য থেকে প্রকাশিত হয়ে পুনরায় তাতেই প্রবেশ করে, তেমনই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় দেহ এবং প্রকৃতির গুণের সতত রূপান্তর—এই সবই ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়ে পুনরায় তাঁর মধ্যেই লীন হয়ে যায়। তিনি দেবতা নন বা দানব নন, তিনি মানুষ, পক্ষী অথবা পশু নন। তিনি স্ত্রী নন, পুরুষ নন অথবা ক্লীব নন, তিনি জন্তুও নন। তিনি জড় গুণ, সকাম কর্ম, প্রকাশ এবং অপ্রকাশ নন। তিনি ‘নেতি নেতি’ নিষেধের অবধি এবং তিনি অনন্ত। সেই পরমেশ্বর ভগবান জয়যুক্ত হোন।

তাৎপর্য

এটিই ভগবানের অনন্ত শক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। সেই পরম পুরুষ তাঁর বিভিন্ন অংশ প্রকাশ করে বিভিন্ন স্তরে কার্য করেন, যা সবই তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা যুগপৎ বিভিন্নভাবে অবস্থিত (পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রীতে)। প্রতিটি শক্তিই স্বাভাবিকভাবে কার্যশীল (স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ)। তাই ভগবান অনন্ত। ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে—কেউ তাঁর সমকক্ষ নন, এবং কেউই তাঁর থেকে মহৎ নন। যদিও তিনি নিজেকে এত রূপে প্রকাশ করেছেন, তবুও তাঁর কিছুই করণীয় নেই (ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে), কারণ সব কিছুই তাঁর অনন্ত শক্তির বিস্তারের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

শ্লোক ২৫

জিজীবিষে নাহমিহামুয়া কি-

মন্তুর্বহিষ্চাবৃত্তয়েভযোন্যা ।

ইচ্ছামি কালেন ন যস্য বিপ্লব-

স্তস্যাত্মলোকাবরণস্য মোক্ষম্ ॥ ২৫ ॥

জিজীবিষে—দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার ইচ্ছা; ন—না; অহম্—আমি; ইহ—এই জীবনে; অমুয়া—অথবা পরবর্তী জীবনে (এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেয়ে আমি বাঁচতে ইচ্ছা করি না); কিম্—কি লাভ; অন্তঃ—অন্তরে; বহিঃ—বাইরে; চ—এবং; আবৃত্তয়া—অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত; ইভ-যোন্যা—এই হস্তী জন্মে; ইচ্ছামি—আমি বাসনা করি; কালেন—কালের প্রভাবে; ন—হয় না; যস্য—যার; বিপ্লবঃ—সংহার; তস্য—তা; আত্ম-লোক-আবরণস্য—আত্ম-উপলব্ধির আবরণ থেকে; মোক্ষম্—মুক্তি।

অনুবাদ

আমি কুমিরের কবল থেকে মুক্ত হয়ে বাঁচতে চাই না। অন্তরে এবং বাইরে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত এই হস্তী শরীরের কি প্রয়োজন? আমি কেবল অজ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্তি কামনা করি। সেই আবরণ কালের প্রভাবের দ্বারা বিনষ্ট হয় না।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে প্রতিটি জীব অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাই বেদে শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমে ভগবানের শরণাগত হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। গৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীগুরুদেবের প্রার্থনা করে বলা হয়েছে—

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাজ্জনশলাকয়া ।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

“আমি আমার গুরুদেবকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন আমার চক্ষুকে জ্ঞানের আলোকের দ্বারা উন্মীলিত করেছেন।” এই জড় জগতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ সংগ্রাম করলেও, তার পক্ষে চিরকাল বেঁচে থাকা অসম্ভব। মানুষের বোঝা উচিত তার এই জীবন সংগ্রাম অজ্ঞানবশত, কারণ প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীবই ভগবানের নিত্য অংশ। হস্তীরূপে অথবা মানুষরূপে,

আমেরিকান রূপে অথবা ভারতীয়রূপে বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন নেই; মানুষের কর্তব্য কেবল জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের বাসনা করা। অজ্ঞানের ফলে আমরা প্রকৃতি প্রদত্ত প্রতিটি জীবনকে সুখী এবং আনন্দদায়ক বলে মনে করি, কিন্তু এই জড় জগতের অধঃপতিত জীবনে, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি পিপীলিকা পর্যন্ত কেউই প্রকৃতপক্ষে সুখী হতে পারে না। আমরা সুখী হওয়ার কত পরিকল্পনা করছি, কিন্তু এই জীবনে এবং অন্য জীবনে শত চেষ্টা করেও আমরা কখনও সুখী হতে পারব না, কারণ প্রকৃত সুখ এই জড় জগতে নেই।

শ্লোক ২৬

সোহং বিশ্বসৃজং বিশ্বমবিশ্বং বিশ্ববেদসম্ ।

বিশ্বাত্মানমজং ব্রহ্ম প্রণতোহস্মি পরং পদম্ ॥ ২৬ ॥

সঃ—সেই; অহম্—আমি (জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিকামী ব্যক্তি); বিশ্বসৃজম্—যিনি এই জড় জগৎকে সৃষ্টি করেছেন তাঁকে; বিশ্বম্—যিনি স্বয়ং সমগ্র জগৎস্বরূপ; অবিশ্বম্—যদিও তিনি এই জগতের অতীত; বিশ্ব-বেদসম্—যিনি বিশ্বের জ্ঞাতা অথবা উপকরণ; বিশ্ব-আত্মানম্—বিশ্বের আত্মা; অজম্—যাঁর কখনও জন্ম হয় না, যিনি নিত্য; ব্রহ্ম—ব্রহ্মা; প্রণতঃ অস্মি—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; পরম্—চিন্ময়; পদম্—আশ্রয়।

অনুবাদ

এখন আমি পূর্ণরূপে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা করে, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা, যিনি স্বয়ং বিশ্বস্বরূপ এবং তা সত্ত্বেও যিনি এই বিশ্বের অতীত। তিনি এই জগতের সব কিছুর পরম জ্ঞাতা, বিশ্বের পরমাত্মা। তিনি অজ, এবং পরম পদস্বরূপ। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

যখন সাধারণ মানুষের কাছে ভক্তিয়োগ বা কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করা হয়, তখন তারা কখনও কখনও তর্ক করে, “কৃষ্ণ কোথায়? ভগবান কোথায়? আপনি কি আমাদের ভগবানকে দেখাতে পারবেন?” এই শ্লোকে তাঁর উত্তর দেওয়া হয়েছে—আমরা যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমান হই, তা হলে আমরা অবশ্যই বুঝতে পারি যে, কেউ

না কেউ এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, কেউ না কেউ এই জগতের সমস্ত উপকরণগুলি সরবরাহ করেছেন এবং নিজে এই জড় জগতের উপকরণ হয়েছেন, যিনি নিত্য, কিন্তু এই জগতের ভিতরে উপস্থিত নন। এই জ্ঞানের ভিত্তিতে ভগবানকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করা যায়। সেটিই ভগবদ্ভক্তির সূচনা।

শ্লোক ২৭

যোগরক্তিকর্মাণো হৃদি যোগবিভাবিতে ।

যোগিনো যং প্রপশ্যন্তি যোগেশং তং নতোহস্ম্যহম্ ॥ ২৭ ॥

যোগ-রক্তিকর্মাণঃ—যাঁদের কর্মফল ভক্তিযোগের দ্বারা দগ্ধ হয়েছে; হৃদি—হৃদয়ের অন্তস্তল; যোগ-বিভাবিতে—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ এবং নির্মল; যোগিনঃ—সুদক্ষ যোগীগণ; যম্—যাঁকে (ভগবানকে); প্রপশ্যন্তি—প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন; যোগ-ঈশম্—যোগেশ্বর ভগবানকে; তম্—তাকে; নতঃ অস্মি—প্রণতি নিবেদন করি; অহম্—আমি।

অনুবাদ

আমি পরমেশ্বর, পরমাত্মা, যোগেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যাঁকে ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা কর্মফল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে সিদ্ধ যোগীরা তাঁদের নির্মল অন্তরের অন্তস্তলে দর্শন করেন।

তাৎপর্য

গজেন্দ্র কেবল স্বীকার করেছিলেন যে, কেউ এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং এই জগতের সমস্ত উপকরণ সরবরাহ করেছেন। সেই কথা সকলকেই স্বীকার করতে হয়, এমন কি মহা নাস্তিকদেরও। তা হলে অভক্ত এবং নাস্তিকেরা কেন তা প্রকাশ্যভাবে মেনে নেয় না? তার কারণ হচ্ছে তারা তাদের কর্ম ফলের দ্বারা কলুষিত। বহু জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্মের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা এই কলুষ ধৌত করা যায়। যোগরক্তিকর্মাণঃ—মানুষ যতক্ষণ রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, ততক্ষণ ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না। তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভা-দয়শ্চ যে—মানুষ যখন রজ এবং তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, তখন সে কাম, লোভ আদির কলুষিত প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে।

আজকাল বহু যোগ অনুশীলনের সংস্থা দেখা দিয়েছে, যেখানে যোগ অভ্যাসের দ্বারা মানুষকে কাম এবং লোভের বিকাশ করতে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে। তাই মানুষ তথাকথিত যোগ অনুশীলনের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত যোগ অনুশীলন এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/১৩/১) প্রামাণিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ধ্যানাবস্থিততদগতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ—যোগী হচ্ছেন তিনি, যিনি সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করেন। সেই কথা ব্রহ্মসংহিতাতেও (৫/৩৮) প্রতিপন্ন হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন

সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।

যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

“আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি অচিন্ত্য গুণস্বরূপ শ্যামসুন্দর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, যাঁকে শুদ্ধ ভক্তেরা হৃদয়ে প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত নয়নে দর্শন করেন।” ভক্তিয়োগী নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করেন। যেহেতু গজেন্দ্র নিজেকে একজন সাধারণ পশু বলে মনে করেছিল, তাই সে মনে করেছিল যে, সে ভগবানকে দর্শন করার অযোগ্য। তার এই দৈন্যবশত সে মনে করেছিল যে, সে যোগ অনুশীলন করার যোগ্য নয়। অর্থাৎ, যারা পশুর দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত এবং যাদের চেতনা শুদ্ধ নয়, তারা কিভাবে যোগ অভ্যাস করতে পারে? বর্তমান সময়ে অসংযত-ইন্দ্রিয় ব্যক্তির, যাদের কোন দার্শনিক জ্ঞান নেই এবং যারা ধর্মনীতি অনুশীলন করে না অথবা শাস্ত্রের বিধিবিধান অনুশীলন করে না, তারা যোগী হওয়ার অভিনয় করছে। এটিই যোগ অভ্যাসের সব চাইতে বড় বিড়ম্বনা।

শ্লোক ২৮

নমো নমস্তুভ্যমসহ্যবেগ-

শক্তিব্রয়ায়াখিলধীশুণায় ।

প্রপন্নপালায় দুরন্তশক্তয়ে

কদিন্দ্রিয়াগামনবাপ্যবর্ত্তনে ॥ ২৮ ॥

নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; নমঃ—পুনরায় আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; তুভ্যম্—আপনাকে; অসহ্য—অসহ্য; বেগ—বেগ;

শক্তি-ত্রয়ায়—তিন প্রকার শক্তি সমন্বিত পরম পুরুষকে; অখিল—নিখিল; ধী—বুদ্ধিমত্তার; গুণায়—যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে প্রতিভাত হন; প্রপন্ন-পালায়—শরণাগতের আশ্রয় ভগবানকে; দুরন্ত-শক্তয়ে—দুর্জয় শক্তি সমন্বিত; কৎ-ইন্দ্রিয়াণাম্—ইন্দ্রিয়-সংঘমে অক্ষম ব্যক্তিদের দ্বারা; অনবাপ্য—দুর্লভ; বর্জনে—পথে।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি তিন প্রকার শক্তির অসহ্য বেগের নিয়ন্তা। আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয়-সুখের উৎসরূপে প্রতীয়মান, এবং আপনি শরণাগতজনের রক্ষক। আপনি অনন্ত শক্তি সমন্বিত, কিন্তু যারা ইন্দ্রিয়-সংঘমে অক্ষম তারা আপনাকে লাভ করতে পারে না। আমি বার বার আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

আসক্তি, লোভ ও কাম, এই তিনটি অসহ্য বেগ হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মনকে একাগ্র করার প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। এই বেগগুলি সক্রিয় হয়, কারণ ভগবান চান না যে, অভক্ত এবং নাস্তিকেরা তাঁকে উপলব্ধি করুক। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন, তখন এই প্রতিবন্ধকগুলি দূর হয়ে যায় এবং ভক্ত তখন ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। তাই ভগবান হচ্ছেন শরণাগতের রক্ষক। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত না হওয়া পর্যন্ত ভগবানের ভক্ত হওয়া যায় না। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের শরণাগত হন, তখন ভগবান তাঁকে তাঁর অন্তর থেকে বুদ্ধি প্রদান করেন, যার ফলে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ২৯

নায়ং বেদ স্বমাত্মানং যচ্ছক্ত্যাহংধিয়া হতম্ ।

তং দুরত্যয়মাহাত্ম্যং ভগবন্তুমিতোহস্ম্যহম্ ॥ ২৯ ॥

ন—না; অয়ম্—সাধারণ মানুষ; বেদ—জানে; স্বম্—স্বয়ং; আত্মানম্—পরিচিতি; যৎ-শক্ত্যা—যার প্রভাবের দ্বারা; অহম্—আমি স্বতন্ত্র; ধিয়া—এই বুদ্ধির দ্বারা; হতম্—পরাভূত বা আচ্ছাদিত; তম্—তাঁকে; দুরত্যয়—বোঝা কঠিন; মাহাত্ম্যম্—যাঁর মহিমা; ভগবন্তম্—পরমেশ্বর ভগবানের; ইতঃ—আশ্রয় গ্রহণ করে; অস্মি অহম্—আমি হই।

অনুবাদ

আমি ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর মায়া দ্বারা তাঁর বিভিন্ন অংশ জীব দেহাত্মবুদ্ধির ফলে, তার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়। আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করি, যাঁর মহিমা বোঝা কঠিন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, মানুষ, দেবতা, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ নির্বিশেষে সমস্ত জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ। ভগবান এবং জীব পিতা-পুত্রের মতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। দুর্ভাগ্যবশত, জড় জগতের সংস্পর্শে আসার ফলে জীব সেই কথা ভুলে গেছে এবং তার নিজের পরিকল্পনা অনুসারে, স্বতন্ত্রভাবে জড় জগৎকে ভোগ করতে চাইছে। এই মায়াকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। জীব ভগবানকে ভুলে, তার নিজের পরিকল্পনা অনুসারে এই জড় জগৎকে উপভোগ করতে চায় বলে মায়া তাকে আচ্ছাদিত করে। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের এই কলুষ থাকে, ততক্ষণ বদ্ধ জীব তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে না এবং নিরন্তর, জন্ম-জন্মান্তরে মায়াচ্ছন্ন থাকবে। অতো গৃহক্ষেত্রসূতাপ্রবিত্তৈর্জনস্য মোহোহয়ম্ অহংমমেতি (শ্রীমদ্ভাগবত ৫/৫/৮)। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত দিব্যজ্ঞান লাভ করে তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পারে, ততক্ষণ সে তার গৃহ, ক্ষেত্র, সমাজ, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, টাকা-পয়সা ইত্যাদি সমন্বিত জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। এইভাবে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে সে মনে করে, “আমার শরীরটি আমার স্বরূপ, এবং এই শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই আমার।” এই জড় দেহাত্মবুদ্ধি অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু কেউ যখন গজেন্দ্রের মতো ভগবানের শরণাগত হন, তখন তিনি ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হয়ে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্বক্তিং লভতে পরাম্ ॥

“যিনি এইভাবে চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।” (ভগবদ্গীতা ১৮/৫৪) ভক্ত যেহেতু সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত, তাই তিনি অন্য জীবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হন না (সমঃ সর্বেষু ভূতেষু)।

শ্লোক ৩০

শ্রীশুক উবাচ

এবং গজেন্দ্রমুপবর্ণিতনির্বিশেষং

ব্রহ্মাদয়ো বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ ।

নৈতে যদোপসস্পুর্নিখিলাত্মকত্বাৎ

তত্রাখিলামরময়ো হরিরাবিরাসীৎ ॥ ৩০ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; এবম্—এইভাবে; গজেন্দ্রম্—গজেন্দ্রকে; উপবর্ণিত—যার বর্ণনা; নির্বিশেষম্—কোন বিশেষ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে করা হয়নি (সে পরমেশ্বর ভগবানকে না জানলেও সেই ভগবানেরই উদ্দেশ্যে তা করেছিল); ব্রহ্মা আদয়ঃ—ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র আদি দেবতারা; বিবিধ—বিবিধ; লিঙ্গভিদা—পৃথক রূপ সমন্বিত; অভিমানাঃ—নিজেদের পৃথক অধ্যক্ষ বলে বিবেচনাকারী; ন—না; এতে—তঁারা সকলে; যদা—যখন; উপসস্পুঃ—নিকটে এসেছিল; নিখিল-আত্মকত্বাৎ—যেহেতু ভগবান সকলের পরমাত্মা; তত্র—সেখানে; অখিল—ব্রহ্মাণ্ডের; অমর-ময়ঃ—দেবতাগণ সহ (যারা কেবল শরীরের বাহ্য অঙ্গ); হরিঃ—ভগবান শ্রীহরি, যিনি সব কিছু হরণ করতে পারেন; আবিরাসীৎ—আবির্ভূত হয়েছিলেন (গজেন্দ্রের সম্মুখে)।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—গজেন্দ্র যখন কোন বিশেষ ব্যক্তির বর্ণনা না করে পরমেশ্বরকে এইভাবে সম্বোধন করেছিল, তখন সে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র আদি দেবতাদের আহ্বান করেনি। তাই তঁারা কেউই তার কাছে আসেনি। কিন্তু, ভগবান শ্রীহরি হচ্ছেন পুরুষোত্তম পরমাত্মা, তাই তিনি গজেন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

গজেন্দ্রের এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, সে যদিও জানত না পরম ঈশ্বর কে, তবুও সেই পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যেই সে প্রার্থনা নিবেদন করেছিল। সে বিচার করেছিল, “একজন পরম ঈশ্বর রয়েছেন যিনি সকলের ঊর্ধ্বে।” তখন ভগবানের বিভিন্ন বিস্তার—ব্রহ্মা, শিব, চন্দ্র, ইন্দ্র আদি দেবতারা মনে করেছিলেন, “গজেন্দ্র আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করছে না। সে আমাদের সকলের ঊর্ধ্বে যে পরমেশ্বর

ভগবান রয়েছেন তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে।” গজেন্দ্র বর্ণনা করেছেন যে, দেবতা, মানুষ, পশু ইত্যাদি ভগবানের অংশ রয়েছে, তারা সকলেই বিভিন্নরূপে আচ্ছাদিত। দেবতারা যদিও ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ, গজেন্দ্র বিবেচনা করেছিল যে, তাঁরা কেউই তাকে রক্ষা করতে সমর্থ নন। হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি—জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির বিপদ থেকে ভগবান শ্রীহরি ব্যতীত অন্য কেউই রক্ষা করতে পারে না। তাই বুদ্ধিমান মানুষ সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার লাভের জন্য ভগবানের শরণাগত হন, কোন দেবতার শরণাগত হন না। ভগবদ্গীতায় (৭/২০) প্রতিপন্ন হয়েছে, কামৈশ্তৈশ্চৈর্হৃতজ্জানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ—কামের দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তারাই অনিত্য জড়-জাগতিক লাভের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর শরণাগত হয়। কিন্তু এই সমস্ত দেব-দেবীরা সংসার-সমুদ্র থেকে জীবদের উদ্ধার করতে পারে না। অন্যান্য জীবদের মতো দেবতারাও ভগবানের চিন্ময় শরীরের বাহ্যিক অঙ্গ মাত্র। বৈদিক মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, স আত্মা অঙ্গান্যান্যা দেবতাঃ। দেহের ভিতরে আত্মা রয়েছে, কিন্তু হাত-পা আদি দেহের অঙ্গগুলি দেহের বাহ্যিক অঙ্গ। তেমনই, সমগ্র বিশ্বের আত্মা হচ্ছেন নারায়ণ শ্রীবিষ্ণু, এবং সমস্ত দেবতা, মানুষ এবং অন্যান্য জীবেরা তাঁর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

একটি গাছ যেমন তার মূলের শক্তির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে এবং সেই মূলে জল দিলে যেমন সমগ্র গাছটিরই পুষ্টিসাধন হয়, তেমনই সব কিছুর আদি মূল ভগবানের আরাধনা করা উচিত। যদিও ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, তবুও তিনি আমাদের অত্যন্ত নিকটে রয়েছেন কারণ তিনি আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করেন। ভগবান যখনই বুঝতে পারেন যে, কেউ সম্পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর অনুগ্রহ ভিক্ষা করছে, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হন। তাই দেবতারা যদিও গজেন্দ্রকে সাহায্য করতে আসেননি, কিন্তু ভগবান তার ঐকান্তিক প্রার্থনা শুনে তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তার অর্থ এই নয় যে, দেবতারা গজেন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, যখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা হয়, তখন সমস্ত দেবতারাও পূজিত হন। যস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টম্—ভগবান যখন সন্তুষ্ট হন, তখন সকলেই সন্তুষ্ট হন।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন

তৃপ্যন্তি তৎক্ষণ্ণভূজোপশাখাঃ ।

প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং

তথৈব সর্বাইর্গমচ্যতেজ্যা ॥

“বৃক্ষের মূলদেশে জল সিঞ্চন করা হলে তার স্কন্ধ, শাখা ইত্যাদি সঞ্জীবিত হয়, এবং উদরে আহার্যদ্রব্য প্রদান করলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন হয়, তেমনই ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করা হলে, ভগবানেরই বিভিন্ন অংশ দেবতারাও আপনা থেকেই তৃপ্ত হন।” (শ্রীমদ্ভাগবত ৪/৩১/১৪) ভগবান যখন পূজিত হন, তখন সমস্ত দেবতারাও সন্তুষ্ট হন।

শ্লোক ৩১

তং তদ্বদার্তমুপলভ্য জগন্নিবাসঃ

স্তোত্রং নিশম্য দিবিজৈঃ সহ সংস্তুবন্তিঃ ।

ছন্দোময়েন গরুড়েন সমুহ্যমান-

শচক্রায়ুধোহভ্যগমদাশু যতো গজেন্দ্রঃ ॥ ৩১ ॥

তম্—তাকে (গজেন্দ্রকে); তদ্বৎ—সেইভাবে; আৰ্ত্তম্—(কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে) অত্যন্ত ব্যথিত; উপলভ্য—বুঝতে পেরে; জগৎ-নিবাসঃ—ভগবান, যিনি সর্বত্র বিরাজমান; স্তোত্রম্—স্তুতি; নিশম্য—শ্রবণ করে; দিবিজৈঃ—স্বর্গলোকবাসী দেবতাগণ; সহ—সহ; সংস্তুবন্তিঃ—তারাও স্তুত করছিলেন; ছন্দোময়েন—তাঁর ইচ্ছার অনুরূপ বেগে; গরুড়েন—গরুড়ের দ্বারা; সমুহ্যমানঃ—বাহিত হয়ে; চক্র—তাঁর চক্র ধারণ করে; আয়ুধঃ—এবং গদা আদি অন্যান্য অস্ত্র সহ; অভ্যগমৎ—আবির্ভূত হয়েছিলেন; আশু—তৎক্ষণাৎ; যতঃ—যেখানে; গজেন্দ্রঃ—গজেন্দ্র অবস্থান করছিল।

অনুবাদ

প্রার্থনারত গজেন্দ্রের আৰ্ত্ত অবস্থা বুঝতে পেরে, ভগবান যিনি সর্বত্র বিরাজ করেন তিনি স্তুয়মান দেবতাগণ সহ সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করে, ইচ্ছা অনুরূপ বেগে, চক্র আদি অস্ত্র ধারণ করে তিনি যেখানে গজেন্দ্র অবস্থান করছিল, সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশেষভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, গজেন্দ্র যেহেতু অত্যন্ত সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ছিল এবং ভগবানের প্রার্থনা করছিল, দেবতারা যদিও তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে তাকে উদ্ধার করতে পারত, কিন্তু তাঁরা তা করতে ইতস্তত

করেছিলেন। যেহেতু তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, গজেন্দ্র ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করছে, তাই তাঁরা অসন্তুষ্ট বোধ করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁদের অপরাধ হয়েছিল। তাই ভগবান যখন সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তাঁরাও তাঁদের অপরাধ মোচনের জন্য ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

সোহন্তঃসরস্যরুবলেন গৃহীত আর্তো

দৃষ্ট্বা গরুত্মতি হরিং খ উপান্তচক্রম্ ।

উৎক্ষিপ্য সান্মুজকরং গিরমাহ কৃচ্ছ্রা-

নারায়ণাখিলগুরো ভগবন্ নমস্তে ॥ ৩২ ॥

সঃ—সে (গজেন্দ্র); অন্তঃসরসি—জলে; উরু-বলেন—অত্যন্ত বলপূর্বক; গৃহীতঃ—কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত; আর্তঃ—এবং অত্যন্ত পীড়িত; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; গরুত্মতি—গরুড়ের পিঠে; হরিম্—ভগবান শ্রীহরি; খে—আকাশে; উপান্ত-চক্রম্—তাঁর চক্র উদ্যত করে; উৎক্ষিপ্য—উত্তোলন করে; স-অম্মুজ-করম্—তার গুঁড়ে একটি পদ্মফুল নিয়ে; গিরম্ আহ—বাণী উচ্চারণ করেছিল; কৃচ্ছ্রাৎ—অতি কষ্টে (তার সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির ফলে); নারায়ণ—হে ভগবান নারায়ণ; অখিল-গুরো—হে সমগ্র বিশ্বের প্রভু; ভগবন্—হে পরমেশ্বর ভগবান; নমঃ তে—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

গজেন্দ্র সেই সরোবরের জলে মহাবল কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করছিল, কিন্তু সে যখন আকাশে গরুড়ের পিঠে উদ্যত চক্র ভগবানকে দর্শন করেছিল, তখন সে তার গুঁড়ে একটি পদ্মফুল নিয়ে অতি কষ্টে বলেছিল—“হে নারায়ণ, হে অখিল গুরু, হে ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।”

তাৎপর্য

ভগবানকে দর্শন করার জন্য গজেন্দ্র এতই ব্যাকুল হয়েছিল যে, সে আকাশে ভগবানকে আসতে দেখে, গভীর বেদনাবশত ক্ষীণ কণ্ঠে ভগবানকে তার শ্রদ্ধা

নিবেদন করেছিল। ভক্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে বিপজ্জনক বলে মনে করেন না, কারণ সেই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও তিনি মহা আনন্দে ভগবানের প্রার্থনা করতে পারেন। তাই ভক্ত বিপদকে এক অতি সুন্দর সুযোগ বলে মনে করেন। তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ—ভক্ত যখন মহা বিপদের সম্মুখীন হন, তখন তিনি সেই বিপদকে ভগবানের কৃপা বলে মনে করেন, কারণ সেই সঙ্কট নিষ্ঠা সহকারে একাগ্র চিত্তে ভগবানের চিন্তা করার সুযোগ প্রদান করে। তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ (ভাগবত ১০/১৪/৮)। ভক্ত কখনও সেই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে তাঁকে ফেলেছেন বলে ভগবানকে দোষ দেন না। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর সেই সঙ্কটকে তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মের ফল বলে মনে করে সেটিকে ভগবানের প্রার্থনা করার এবং ভগবানের প্রতি একাগ্রচিত্ত হওয়ার একটি সুযোগ বলে গ্রহণ করেন এবং সেই সুযোগ দেওয়ার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ভক্ত যখন এইভাবে আচরণ করেন, তখন তাঁর মুক্তি—ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত হয়। গজেন্দ্রের এই দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে আমরা তার সত্যতা দর্শন করতে পারি। গজেন্দ্র ব্যাকুলভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিল এবং তার ফলে সে তৎক্ষণাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

শ্লোক ৩৩

তং বীক্ষ্য পীড়িতমজঃ সহসাবতীৰ্য

সগ্রাহমাশু সরসঃ কৃপয়োজ্জহার ।

গ্রাহাদ্ বিপাটিতমুখাদরিণা গজেন্দ্রং

সংপশ্যতাং হরিরম্মুচদুচ্ছ্রিয়াণাম্ ॥ ৩৩ ॥

তম্—তাকে (গজেন্দ্রকে); বীক্ষ্য—দর্শন করে (সেই অবস্থায়); পীড়িতম্—অত্যন্ত পীড়িত; অজঃ—অজ ভগবান; সহসা—সহসা; অবতীৰ্য—(গরুড়ের পিঠ থেকে) নেমে এসে; স-গ্রাহম্—কুমির সহ; আশু—তৎক্ষণাৎ; সরসঃ—জল থেকে; কৃপয়া—অত্যন্ত কৃপাপূর্বক; উজ্জহার—তুলেছিলেন; গ্রাহাৎ—কুমির থেকে; বিপাটিত—বিচ্ছিন্ন; মুখাৎ—মুখ থেকে; অরিণা—চক্রের দ্বারা; গজেন্দ্রম্—গজেন্দ্রকে; সম্পশ্যতাম্—দর্শনরত; হরিঃ—ভগবান; অম্মম্—তাকে (গজেন্দ্রকে); উচৎ—রক্ষা করেছিলেন; উচ্ছ্রিয়াণাম্—সমস্ত দেবতাদের সমক্ষে।

অনুবাদ

তারপর, গজেন্দ্রকে সেই পীড়িত অবস্থায় দর্শন করে, অজ ভগবান শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশত গরুড়ের পিঠ থেকে অবতরণ করে, কুমির সহ গজেন্দ্রকে জল থেকে টেনে উঠালেন, এবং তারপর দর্শনরত সমস্ত দেবতাদের সমক্ষে তাঁর চক্রের দ্বারা কুমিরের মুখ বিদীর্ণ করে গজেন্দ্রকে উদ্ধার করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'গজেন্দ্রের স্তব' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।